পদ্মিনী উপাখ্যান

রাজস্থানীয় ইতিহাস বিশেষ।

[১৮৫৮ সনে প্রথম প্রকাশিত]

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা-৬

প্রকাশক

শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম পরিষৎ-সংস্করণ ... আশ্বিন ১৩৫৮

মূল্য এক টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীসজনীকান্ত দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

৭.২—১৮।৯।১৯৫১

সম্পাদকীয় ভূমিকা

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রামপ্রসাদ সেন ও ভারতচন্দ্র রায় কাব্যে আদিরসাত্মক বিদ্যাসুন্দর কাহিনী প্রচার করিয়াছিলেন; অক্ষম অনুকরণে বাংলা দেশ ভরিয়া যায়। "কবি"-সম্প্রদায়ও সেই কালে বিরহ হইতে খেউড় গানে অধঃপতিত বাঙালী জাতিকে প্লাবিত করিতে থাকেন। ইহারই অব্যবহিত পরে রামনিধি গুপ্ত ও দাশরথি রায়ের আবির্ভাব। তাঁহাদের কাব্যও সুরে লতায়িত; শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত পাদপ তখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত খণ্ড খণ্ড কবিতায় বাংলা কাব্যে নূতনত্ব ও দৃঢ়ত্ব সম্পাদনে ব্রতী হন। বৃহত্তর কাব্য রচনা করিয়া মোড় ফিরাইবার গৌরব রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রঙ্গলাল 'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রকাশ করেন। ইহার পরে মধুসূদনের অভ্যুদয়।

সুতরাং 'পদ্মিনী উপাখ্যান' উচ্চশ্রেণীর নিখুঁত কাব্য না হইলেও প্রথম উল্লেখযোগ্য গাথাকাব্য। কোন্ কোন্ বিষয়ে তিনি নূতনত্ব সম্পাদন করিয়াছেন স্বয়ং এই গ্রন্থের "ভূমিকা"য় তাহা নিবেদন করিয়াছেন এবং এই কাব্যের উৎস-সন্ধানও দিয়াছেন। আমরা বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার স্থান সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি।

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলা কাব্যজগতে পুরাতন ও নূতনের সন্ধিস্থলে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, বাংলা গদ্য-সাহিত্যে যাঁহারা নবযুগের প্রবর্ত্তন করেন, তাঁহাদের অনেকেই কাব্যে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেও বাংলা কাব্যে যাঁহারা নূতনত্ব সম্পাদন করেন, তাঁহারা কেহই তাঁহার প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন না।

মধুসূদন দত্ত ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে এই কার্য্যে অগ্রসর হন। রঙ্গলাল মধুসূদনের মত পণ্ডিতও ছিলেন না এবং অতখানি কবি-প্রতিভার অধিকারীও ছিলেন না, তৎসত্ত্বেও তিনি পাশ্চাত্য কাব্যের আদর্শে বাংলা কাব্যলক্ষ্মীকে নূতন শ্রীমণ্ডিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যে জাতীয়তাবাদী ওজস্বী কবিতা পরবর্ত্তী কালে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রকে সারা দেশময় প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিল, প্রকৃত পক্ষে রঙ্গলালই তাহার প্রবর্ত্তক। ঐতিহাসিক কাহিনী লইয়া মহাকাব্য-রচনার কাজেও তিনিই অগ্রণী হইয়াছিলেন। আদর্শ পরিবর্ত্তনে রঙ্গলাল আজ উপেক্ষিত হইলেও বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসন তিনি অধিকার করিয়া থাকিবেন। পণ্ডিতপ্রবর রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৯২১ সংবতের মাঘ (ইং ১৮৬৫) সংখ্যা 'রহস্য-সন্দর্ভে' গণেশচন্দ্রের 'ঋতুদর্পণ' সমালোচনা-প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা আজিও আমাদের স্মরণীয়। তিনি লিখিয়াছিলেন, "অধুনাতন বঙ্গীয় কবিবৃন্দ-মধ্যে শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন।"

রঙ্গলাল বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য হইতে সদ্ভাবকুসুম চয়ন করিয়া স্বদেশের মাটিতে দেশীয়রূপেই তাহা প্রস্ফুটিত করিয়াছিলেন, একেবারে মোহান্ধ হইয়া দেশীয় ভাবধারার সর্ব্বনাশসাধন করেন নাই। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত পুস্তক 'বাঙ্গালা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ' ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকা প্রণয়নের কারণ সম্বন্ধে তিনি 'পদ্মিনী-উপাখ্যানে'র ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতেই স্বদেশীয় সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অসাধারণ প্রীতি প্রমাণিত হয়।

রঙ্গলালের সর্ব্বপ্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ভেক মূষিকের যুদ্ধ' ইহার ছয় বৎসর পরে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহা পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত

অক্ষম রচনা, কিন্তু ইহার পরেই নিরন্তর সাধনা করিয়া তিনি কাব্য-সাহিত্যে নিজের পথ খুঁজিয়া পান এবং দেশপ্রেমমূলক কাহিনী-কবিতায় তাঁহার কাব্যপ্রতিভার যথার্থ স্ফুরণ হয়। আজ "স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে" প্রভৃতি কবিতার কবি রঙ্গলাল বাংলা আধুনিক কবি-সমাজের পথপ্রদর্শকরূপে খ্যাত হইয়াছেন।

রঙ্গলালের জীবন-কাহিনী অতিশয় সংক্ষিপ্ত। নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ হইল।

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাল্‌নার সন্নিকটে বাকুলিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে রঙ্গলালের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবাস রামেশ্বরপুর। রামনারায়ণ অনেকগুলি বিবাহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে হরসুন্দরী দেবীর গর্ভে গণেশচন্দ্র, রঙ্গলাল ও হরিমোহনের জন্ম হয়।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে, আট বৎসর বয়সে, রঙ্গলাল পিতৃহীন হন। তিনি সহোদরগণের সহিত মাতুলালয়ে লালিতপালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ মাতুল অপুত্রক রামকমল মুখোপাধ্যায় অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। তিনি ভাগিনেয়দিগকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। পাঁচ বৎসর বয়সে রঙ্গলাল বাকুলিয়ার পাঠশালায় প্রবেশ করেন। কিছু দিন পরে তিনি স্থানীয় মিশনরী স্কুলে প্রবিষ্ট হন। এখানকার পাঠ সাঙ্গ হইলে, উপযুক্ত ইংরেজী শিক্ষা দিবার মানসে রামকমল ভাগিনেয়দিগকে চুঁচুড়ায় নব-প্রতিষ্ঠিত মহম্মদ মহসীনের কলেজে (হুগলী কলেজে) ভর্ত্তি করাইয়া দেন। হুগলী কলেজে রঙ্গলাল সম্ভবতঃ ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন।

আনুমানিক ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে, পঠদ্দশায় রঙ্গলাল মালিপোতার সন্নিকটস্থ ফুলিয়া গ্রাম-নিবাসী ৺দেবীচরণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা রাখাল-

দাসী দেবীকে বিবাহ করেন। বিবাহের দুই বৎসর পরেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। রঙ্গলালও বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া সহোদরগণের সহিত মাতুল রামকমলের খিদিরপুরের বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

রঙ্গলাল দীর্ঘকাল—১৮৬০ হইতে ১৮৮২ সনের এপ্রিল পর্য্যন্ত রাজকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণের পর তাঁহার স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়াছিল। তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী থাকিবার পর ১৩ মে ১৮৮৭ তারিখে পরলোক গমন করেন।

রঙ্গলালের রচিত ও প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা এইরূপ—

১। বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ। ইং ১৮৫২
২। ভেক মূষিকের যুদ্ধ (উপকাব্য)। ইং ১৮৫৮
৩। পদ্মিনী উপাখ্যান। ইং ১৮৫৮
৪। শরীর-সাধনী বিদ্যার গুণোৎকীর্ত্তন (প্রবন্ধ)। ইং ১৮৬০
৫। কর্ম্মদেবী (গাথাকাব্য)। ইং ১৮৬২
৬। শূরসুন্দরী (গাথাকাব্য)। ইং ১৮৬৮
৭। ইউরোপ ও এস্যা খণ্ডস্থ প্রবাদমালা, ২য় ভাগ (অনুবাদ)। ইং ১৮৬৯
৮। কুমার-সম্ভব (কাব্যানুবাদ)। ইং ১৮৭২
৯। কবিকঙ্কণ চণ্ডী (সম্পাদিত কাব্য)। ?
১০। কাঞ্চীকাবেরী (গাথাকাব্য)। ইং ১৮৭৯।

মঙ্গলাচরণ

পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল
বাহাদুর মহাশয় শ্রীচরণাম্বুজেষু।

প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদনমিদং।

মহাশয় আমার প্রতি বাল্যকালাবধি অকৃত্রিম স্নেহ সহকারে যে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন, সেই উৎসাহতরু-সমাশ্রিত শ্রদ্ধালতাজাত সামান্য উপহারস্বরূপ এই কাব্যকুসুম ভবদীয় শ্রীচরণকমলান্তরালে সমর্পিত করিলাম।

খিদিরপুর।
১৯ শে আষাঢ় ১২৬৫ বঙ্গাব্দাঃ

অনুগৃহীত ভৃত্য
শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজ্ঞাপন

পদ্মিনী উপাখ্যান তৃতীয় বার মুদ্রিত হইল। বহু দিবস হইল, পুনর্মুদ্রাঙ্কনের প্রয়োজন-সত্ত্বেও রাজকার্য্যে দেশান্তরে নিযুক্ত প্রযুক্ত যথাসময়ে উক্ত সংকল্প সিদ্ধ করিতে পারি নাই। এবারে মানস ছিল কিয়দধিক সংস্কারে প্রয়াস পাইব, কিন্তু যে বিশিষ্ট প্রয়োজনে পদ্মিনী পুনঃ প্রকটিত হইল, তাহার ব্যতিক্রম আশঙ্কায় তন্মানস পূর্ণ করিতে পারিলাম না ইতি।

শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকা

এই অভিনব কাব্যের প্রণয়ন ও প্রকটন সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিদ্বক্তব্য আছে। ১২৫৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে একদা বীটন সমাজের নিয়মিত অধিবেশনে কোন কোন সভ্য বাঙ্গালা কবিতার অপকৃষ্টতা প্রদর্শন করেন। কোন মহাশয় সাহসপূর্ব্বক এরূপও বলিয়াছিলেন যে, "বাঙ্গালীরা বহুকাল পর্য্যন্ত পরাধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকাতে তাহাদিগের মধ্যে প্রকৃত কবি কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই।" প্রত্যুত স্বাধীনতা-সুখ-বিহীনতায় মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য-বিরহ হয় সুতরাং পরিপীড়িত পরাধীন জাতির মধ্যে যথার্থ কবি কোনরূপেই কেহ হইতে পারেন না। আমি উক্ত মহাশয়দিগের অযুক্তি নিরসন নিমিত্ত ঐ সভায় এক প্রবন্ধ পাঠ করি, তাহা পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হইয়া প্রচার পাইলে অনেক অনুগ্রাহক মহাশয় তাহার প্রতি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন, বিশেষতঃ লেখকদিগের পরমবন্ধু বঙ্গপুরের অন্তঃপাতী কুণ্ডীর প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী মৃত বাবু কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী উক্ত প্রবন্ধ পাঠান্তে আমাকে যে পত্র লেখেন, তন্মধ্যে এই আক্ষেপোক্তি করিয়াছিলেন, যথা,—

"আধুনিক যুবাজনে, স্বদেশীয় কবিগণে,
ঘৃণা করে নাহি সহে প্রাণে।
বাঙ্গালীর মনঃ-পদ্ম, কবিতা-সুধার সদ্ম,
এই মাত্র রাখ হে প্রমাণে॥"

কালীচন্দ্র বাবু এই ইঙ্গিত ভিন্ন নিরবচ্ছিন্ন পদ্য গ্রন্থ প্রণয়নে আমার প্রতি সর্ব্বদাই সোৎসাহ বাক্য লিখিয়া পাঠাইতেন। পরন্তু কিয়দ্বর্ষাতীত হইল, মদনুগ্রাহকবর স্বদেশহিত-তৎপর সুনির্ম্মলচরিত্র মৃত রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর এতদ্দেশীয় অধিকাংশ ভাষা-কাব্যনিচয়ের অশ্লীলতা ও

অপবিত্রতা সত্ত্বে তত্তাবৎপাঠে এতদ্দেশীয় বালক বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অবস্থার লোকদিগের প্রগাঢ় আনুরক্তি দর্শনে পরিখেদিত হইয়া আমার প্রতি বিশুদ্ধ প্রণালীতে কোন কাব্য রচনা করণার্থ ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করেন। আমি উক্তোভয় মহাত্মার অনুরোধে কর্ণেল টড্-বিরচিত রাজস্থান প্রদেশের বিবরণ-পুস্তক হইতে এই উপাখ্যানটি নির্ব্বাচিত করিয়া রচনারম্ভ করিয়াছিলাম। তদনন্তর উক্তোভয় মহাশয় অকালে পরলোকপ্রাপ্ত বিধায় শোকাভিভূত মনে তৎসংকল্প পরিহার করি। কিন্তু কালসহকারে ইহ জগতে সকল বিষয়েরই হ্রাস ও পরিবর্ত্তন আছে, অতএব প্রবোধচন্দ্রের নির্ম্মল প্রতিভায় সন্তাপ-তিমির কথঞ্চিৎ বিগত হইলে কিয়ন্মাসাতীত হইল পুনর্ব্বার পদ্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া উক্ত কাব্য সমাপ্ত করিলাম। সমাপ্তি পরে শ্রীযুত রেবরণ্ড ডবল্যু ওব্রাএন স্মিথ তথা শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি কতিপয় মার্জ্জিত-বুদ্ধি বন্ধুর নিকট ইহা প্রেরণ করি,—তাহাতে তাঁহারা এবং উক্ত স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের অনুজ শ্রীযুত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর তথা বর্ণাকুলর লিটরেচর সোসাইটি নামক প্রসিদ্ধ সমাজের অধ্যক্ষবর্গ তৎপ্রকাশার্থ বিশেষ উৎসাহ প্রদানপূর্ব্বক অনুরোধ করাতে আমি সেই কাব্য প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু যে মহদভিপ্রায়ে এই নূতন প্রণালীতে বাঙ্গলা ভাষায় কাব্য রচনার প্রথমোদ্যোগ-পদবীতে আমি পদার্পণ করিলাম, তৎসিদ্ধি পক্ষে কত দূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভস্থ। বিশেষতঃ এবম্প্রকার বিষয়ের দোষ গুণ প্রভৃতির পর্য্যবসান সুভাবুক পাঠকদিগের বিচারাধীন,—তথাহি ;—

"কবিতারসমাধুর্য্যং কবির্ব্বেত্তি ন তৎকবিঃ
ভবানীভ্রুকুটীভঙ্গীং ভবো বেত্তি ন ভূধরঃ ॥"

এ স্থলে ইহাও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, আমি এতদ্দেশীয় প্রাচীন পুরাণেতিহাস হইতে কোন উপাখ্যান না লইয়া আধুনিক রাজপুত্রে-তিহাস হইতে তাহা গ্রহণ করিলাম, ইহার কারণ কি?—এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, পুরাণেতিহাসে বর্ণিত বিবিধ আখ্যান ভারতবর্ষীয় সর্ব্বত্র সকল লোকের কণ্ঠস্থ বলিলেই হয়, বিশেষতঃ, ঐ সকল উপাখ্যান-মধ্যে অনেক অলৌকিক বর্ণনা থাকাতে অধুনাতন কৃতবিদ্য যুবকদিগের তত্তাবৎ শ্রদ্ধার্হ নহে, এবং এতদ্দেশীয় জনসমাজে বিদ্যাবৃদ্ধির বান্ধব মহানুভবদিগের মতে তদ্রূপ অদ্ভুত রসাশ্রিত কাব্যপ্রবাহে ভারতবর্ষীয় যুবকদিগের অত্যুর্ব্বর চিত্তক্ষেত্র প্লাবিত করা কর্ত্তব্য নহে। পরন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অন্তর্দ্ধানকালাবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তেরই ধারাবাহিক প্রকৃত পুরাবৃত্ত প্রাপ্তব্য। এই নির্দ্দিষ্ট কালমধ্যে এ দেশের পূর্ব্বতন উচ্চতম প্রতিভা ও পরাক্রমের যে কিছু ভগ্নাবশেষ, তাহা রাজ-পুতনা দেশেই ছিল। বীরত্ব, ধীরত্ব, ধার্ম্মিকত্ব প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণালঙ্কারে রাজপুতেরা যেরূপ বিমণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদিগের পত্নীগণও সেইরূপ সতীত্ব, সুধীত্ব এবং সাহসিকত্বগুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অতএব স্বদেশীয় লোকের গরিমা প্রতিপাদ্য পদ্য পাঠে লোকের আশু চিত্তাকর্ষণ এবং তদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধাবন হয়, এই বিবেচনায় আমি উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত্রেতিহাস অবলম্বনপূর্ব্বক রচিত করিলাম।

অপিচ, কিশোরকালাবধি কাব্যামোদে আমার প্রগাঢ় আসক্তি, সুতরাং নানা ভাষার কবিতাকলাপ অধ্যয়ন বা শ্রবণ করত অনেক সময় সম্বরণ করিয়া থাকি। আমি সর্ব্বাপেক্ষা ইংলণ্ডীয় কবিতার সমধিক পর্য্যালোচনা করিয়াছি, এবং সেই বিশুদ্ধ প্রণালীতে বঙ্গীয় কবিতা রচনা করা আমার বহু দিনের অভ্যাস। বাঙ্গলা সমাচার পত্রপুঞ্জে আমি চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে উক্ত প্রকার পদ্য প্রকটন

করিতে আরম্ভ করি; তত্তাবৎ যদিও অনেকের নিকট সমাদৃত হউক, কিন্তু সেই আদর তাঁহাদিগের মহত্ত্ব ব্যতীত আমার ক্ষমতাপ্রভূত নহে। আমার এ স্থলে এ কথা লিখনের তাৎপর্য্য এই যে, কাব্যের স্থানে স্থানে অনেকানেক ইংলণ্ডীয় কবিতার ভাবাকর্ষণ আছে, সেই সকল দর্শনে ইংলণ্ডীয় কাব্যামোদিগণ আমাকে ভাবচোর জ্ঞান না করেন, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বকই অনেক মনোহর ভাব স্বীয় ভাষায় প্রকাশ করনে চেষ্টা পাইয়াছি, যেহেতু তাহা করণের দুই ফল। আদৌ, ইংলণ্ডীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ অনেক এতদ্দেশীয় মহাশয় এরূপ জ্ঞান করেন—তদ্ভাষায় উত্তম কবিতা নাই; সেই ভ্রমাপনয়ন করা বিশেষাবশ্যক হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ডীয় বিশুদ্ধ প্রণালীতে যত বঙ্গীয় কাব্য বিরচিত হইবেক, ততই ব্রীড়াশূন্য কদর্য্য কবিতা-কলাপ অন্তর্দ্ধান করিতে থাকিবেক, এবং তত্তাবতের প্রেমিক দলেরও সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিবেক। পরন্তু এই উপলক্ষে ইহাও নিবেদ্য, আমি সকল স্থলেই যে ইংলণ্ডীয মহাকবিদিগেব ভাব গ্রহণ করিয়াছি, এমত নহে; অনেক ভাব স্বতই আসিয়া অনেকের মনে একাকারে সমুদিত হইয়া থাকে; সুতবাং তাহাদিগের অগ্র-পশ্চাৎ প্রকাশমতে কাব্যকারের প্রতি চৌর্য্যাভিযোগ প্রযোগ করা কর্ত্তব্য নহে। কোন ইংলণ্ডীয় সুকবি কহেন,—"আমাদিগের মধ্যে এক দল বিদূষক আছেন, তাঁহারা সম্ভাবিত সকল ভাবকেই পুরাতন জ্ঞান করিয়া থাকেন। যাহাদিগের এমত জ্ঞান নাই যে, পৃথিবীতে ক্ষুদ্র বৃহৎ স্বাভাবিক উৎসসমূহ আছে, তাহারা কোন প্রবাহ দৃষ্টিমাত্রে বোধ করে, তাহা কোন মনুষ্যের পুষ্করিণী হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে।"

এই ক্ষণে, কাব্য কি?—এবং তদালোচনার ফল কি?—এই দুই সুকঠিন প্রশ্নের মীমাংসাকল্পে কিঞ্চিৎ লেখা যাইতেছে, যেহেতু তদুভয় বিষয়ে এতদ্দেশীয় অনেক লোকের ভ্রম আছে। মিত্রাক্ষরে এবং

মিতাক্ষরে রচিত, যতি-সমন্বিত, অনুপ্রাসাদি অলঙ্কারে ভূষিত পদবিন্যাস করিলেই তাহা কাব্য হয় না। সুবিখ্যাত সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থে ইহার যথার্থ লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, যথা—"কাব্যং রসাত্মকং বাক্যম্।" এই স্বল্প বাক্যে কবিতা-কলার গুণব্যাখ্যাত বৃহদ্‌গ্রন্থবিশেষের মর্ম্ম ব্যক্ত হইয়াছে। প্রত্যুত, কাব্য মানসিক ধ্যানধৃতিরূপ পুষ্পবাটিকাস্থ অশেষবিধ ভাবকুসুমের সৌরভ মাত্র, সেই সুগন্ধভার প্রবহণে কবিদিগের মলয়ানিলবৎ রচনাশক্তিই পটুতর। কবিতার অসাধারণ শক্তি, মনুষ্যের মনে সর্ব্বপ্রকার রসোদ্দীপনে ইহার মহীয়সী ক্ষমতা, শাস্ত্রকারেরা প্রত্যেক রসোৎপত্তির এক একটা নিদান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু কবিতাকে সকল রসের নিদান কহা যাইতে পারে; মোহের প্রত্যক্ষ কারণ কিছুই নাই, অথচ কবিতা পাঠ বা শ্রবণ করত মনুষ্যের অশ্রুপাত হইতেছে,—হাস্যের প্রত্যক্ষ কারণ কিছুই নাই, অথচ কবিতা পাঠ বা শ্রবণ করত জনসমাজে হাস্যার্ণব তরঙ্গিত হইতেছে,—বীভৎসের প্রত্যক্ষ কারণ কিছুই নাই, অথচ কাব্যপাঠক বা শ্রোতার মুখভঙ্গীতে তাহা প্রকৃষ্টরূপে লক্ষিত হয়।

কবিতাব আর এক গুণ এই, সুষুপ্ত-প্রায় মানসিক বৃত্তিচয়কে সহসা জাগরিত এবং উত্তেজিত করিতে পারে। প্রাচীন জাতিদিগের মধ্যে এই এক রীতি ছিল, তাহারা বিগ্রহ-ব্যসনাদি সমুদায় উৎসাহকর ব্যাপারে কবিদিগের সাহচর্য্য রাখিতেন। কবিগণ উক্ত জাতিদিগের শৌর্য্য-বীর্য্য-গুণসম্পন্ন পূর্ব্বপুরুষদিগের গুণানুবাদ গান করিতেন, তাহাতে শ্রোতৃবর্গের মানসে বীর, শান্তি, রৌদ্র প্রভৃতি ভাবসকলের সমুদ্ভাবে বিশেষোপকার হইত। প্রকৃত কবিদিগের অন্তঃকরণ সহস্রধারা নামক বিচিত্র উৎসস্বরূপ, তাহাতে যেরূপ সামান্যরূপ শব্দ

করিলেই ধারা নির্গত হয়, কবিদিগের অন্তঃকরণ হইতে সেইরূপ সামান্য ঘটনাতে ভাবধারা নিঃসৃত হইতে থাকে।

কবিতার* আর এক শক্তি, তাহা আমাদিগের স্বাভাবিক অতি সূক্ষ্মতর ভাবসমূহকে সচেতন করিতে পারে। তদ্দ্বারা দয়া, করুণা, মমতা, প্রণয় প্রভৃতি মানসিক ধর্ম্মসকল বৃদ্ধিযুক্ত হয় ও চিন্তা প্রভৃতি পরিকল্পনার বিশুদ্ধতা জন্মে। প্রকৃত কবি ব্যক্তি কোন ইতর বা গর্হিত কার্য্যকরণে অগত্যা বাধিত হইলে তাঁহার আর মর্ম্মপীড়ার সীমা থাকে না। কবিতার অপর এক গুণ এই, তাহা সাংসারিক সামান্য চিন্তাজাল ও ইন্দ্রিয়ভোগাসক্তি হইতে মনুষ্যের মনকে সর্ব্বদা বিমুক্ত রাখিতে পারে, এবং অন্তঃকরণে এরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাসের সংস্থান করে যে, জগতীয় সামান্য প্রকার ক্ষণিক সুখ ব্যতীত এক সুনির্ম্মল নিত্যসুখ-সম্ভোগের সম্ভাবনা আছে। কবিতা এক প্রকার ধর্ম্মবিশেষ। কবিরা নিসর্গরূপে ধর্ম্মের পুরোহিত। তাঁহারা জগতীশ্বরূপ কার্য্যের ক্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক তৎকর্ত্তার সত্তা সংস্থাপন করেন। তাঁহারা মনুষ্যের নিকট ঐশিক ক্রিয়া-প্রণালীর যাথার্থ্য নিরূপণ করিয়া দেন। কবিরা নীরস অস্থিসার তত্ত্বশাস্ত্রের শরীরে আত্মার সঞ্চার করত তাহাকে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে শোভিত করেন। তাঁহাদিগের উপদেশে আমরা অচেতন পদার্থ-সকলকে সচেতনস্বরূপ প্রত্যক্ষ করি। তথাহি ;—

“তরু-লতিকায় যেন বচন নিঃসরে।
বেগবতী নদীচয় এস্তভাব ধরে॥
উপদেশ দান করে পাষাণ-সকল।
সকলি প্রতীত হয় সুন্দর নিষ্ফল॥”

* এতদ্দেশীয় লোকের শ্রীবর্দ্ধনেচ্ছু কোন প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় মহাশয়ের উক্তি অনুসারে এই পরিচ্ছেদের কিয়দংশ লিখিত হইল।

অপিতু মনোজ্ঞ ভাবাভরণে মনুষ্যমনোভূষণকারিণী ও হৃদয়পদ্মে ঔদার্য্যাদি সত্বগুণরূপ মধু-সঞ্চারিণী এই চমৎকারিণী বিদ্যা মনুষ্যকে ইতর এবং স্বার্থপর চিন্তাচক্র হইতে যেরূপ দূরান্তরিত রাখে, এমত আর কিছুতেই রাখিতে পারে না। কোন জ্ঞানিপ্রবর কহেন,—"কবিদিগের মর্য্যাদা-কল্পে বক্তব্য এই যে, আমি তাঁহাদিগকে কস্মিন্ কালে অতিশয় লালসাপরবশ বা জঘন্যরূপ কার্পণ্য-দোষাশ্রিত দেখি নাই। অন্যান্য শ্রেণীর লোকাপেক্ষা তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ এমত সুপ্রশস্ত যে, তাহার সহিত পরমেশ্বর এবং দিবালোকের বিশেষ সম্পর্ক আছে, এমত বলা যাইতে পারে।"

বর্ত্তমান সময়ে যে সকল ব্যক্তি ইংলণ্ডীয় বিদ্যায় সুশিক্ষিত নহে, তাহারা মানসিক শক্তিসমূহের পরিচালনা-জনিত সুখ-সম্ভোগে বঞ্চিত বিধায় তুচ্ছতর ইতর আমোদে অবকাশকাল অতিপাত করিয়া থাকে।

"ইন্দ্রিয়ের ভোগে যবে অরুচি উদয়।
দুর্ব্বল নাড়ীর গতি মন্দ মন্দ বয়॥
যেই চারু সুখে পুনঃ পূর্ণ তাহা হয়।
সে রুচিরতর সুখ অবগত নয়॥"

অপিচ কেবলমাত্র বিজ্ঞানবিদ্যায় বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সম্পাদনকরণের শিক্ষাপ্রণালীকে সম্পূর্ণ বা সংশুদ্ধ রীতি বলা যাইতে পারে না। বিজ্ঞানবিদ্যা স্বভাবতঃ কঠিন এবং ঔৎসুক্যবিহীন, অতএব চিন্তাকিরণ-করণক ভাবকুসুম-প্রফুল্লকারী পরমগৌরবভাজন কলা-কলাপের সাহায্য ব্যতীত তাহা প্রিয়ঙ্কর হয় না। বুদ্ধির প্রাখর্য্য-সম্পাদনার্থ যেরূপ বিজ্ঞানবিদ্যার প্রয়োজন, অন্তঃকরণের উৎকর্ষ সম্পাদনার্থ সেইরূপ কাব্যালঙ্কার প্রভৃতি কলার আবশ্যকতা। প্রত্যুত উভয় পদার্থেরই শ্রীবৃদ্ধি-সম্পাদন অতি কর্ত্তব্য। বিজ্ঞান দ্বারা আকাশবিহারী জ্যোতির্গণের

যেরূপ পরিধি, পরিমাণ ও সংখ্যাদি নিরূপণ করা যাইতে পারে, কবিতা দ্বারা সেইরূপ তাহাদিগের অনির্ব্বচনীয় শোভা-সৌন্দর্য্যাদি হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যিনি এই দৃশ্যমান বিশ্বকে অপরূপ শোভা-সৌদৃশ্যে আবৃত করিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে তত্তাবতের পরিমাণ ও সংখ্যা নিরূপণ করিতে নির্দ্দেশ করিয়া সেই অপূর্ব্ব প্রতিভাপুঞ্জের রসজ্ঞ হইতে যে নিষেধ করিয়াছেন, এমত কথা কখনই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পাবে না। অতএব জগদীশ্বর কিরূপ নিয়মে ইহ জগৎকে সৌন্দর্য্য-রসে প্লাবিত করিয়াছেন, তাহা এতদ্দেশীয় লোকেরা ইংলণ্ডীয় এবং সংস্কৃত মহাকবিদিগের গ্রন্থাধ্যয়নপূর্ব্বক অনুভূত করুন। যাঁহাবা তদ্রূপ অধ্যযনদ্বাবা কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের আন্তরিক সুখের পরিসীমা নাই। এমত সকল ব্যক্তি সংসারেব ইতর চিন্তা ও ব্যতিব্যস্ত জনমণ্ডলীর সহবাস পরিত্যাগ করিয়া নৈসর্গিক সামান্য শোভাবলোকনে অত্যর্থ পুলকিত হন ;—

"সামান্য কুসুম-কলি কন্দরে কলিত।
সামান্য বিহঙ্গনাদ পবনে চলিত॥
সাধারণ সূর্য্য, আর সমীর, আকাশ।
তাঁহাব্র নিকটে যেন স্বর্গের প্রকাশ॥"

এইরূপ কবি এবং কবিতার প্রশংসা বিশেষমতে করিলে তাহা গ্রন্থপ্রমাণ হইয়া উঠে, অতএব আর বাহুল্যোক্তি না করিয়া এ স্থলে এতাবন্মাত্র বলিয়া শেষ করি যে, হে স্বদেশীয় মহাশয়বর্গ, আপনারা ঘৃণিত উলঙ্গ আদিরসের কবিতার প্রেম পরিহারপূর্ব্বক বিমলানন্দদায়িনী কবিতার প্রীতিরসে প্রবৃত্ত হউন। ইতি।

সূচনা

নবীন ভাবুক এক ভ্রমণ কারণ।
ভারতের নানা দেশে করি পর্য্যটন ॥
অবশেষে উপনীত রাজপুতনায়।
বসুধা বেষ্টিত যার কীর্ত্তি-মেখলায় ॥
দেখিলেন অজামীল পুরী আজমীর।
যশল্মীর যোধপুর আব বিকানীর ॥
কোটা বুঁদি শিকাবতী নীমচ সারয়ে।
উদয় উদয়পুরে প্রফুল্ল-হৃদয়ে ॥
জয়সিংহ-পুরী জয়পুর চারু দেশ।
যার শোভা মনোলোভা, বৈকুণ্ঠবিশেষ ॥
ভ্রমি বহু রাজপুবী সানন্দ অন্তরে।
প্রবেশেন এক দিন চিতোর নগরে ॥
দেখেন অচল এক অতি উচ্চতর।
তার নিম্নে শোভাকর সুন্দর নগর ॥
গিরি-পরে শোভে গড়, প্রাচারে বেষ্টিত।
রাজ-চক্রবর্ত্তী হিন্দুসূর্য্য* প্রতিষ্ঠিত ॥
ধরাধর-অঙ্গে শোভে নানা তরুবর।
নয়নের প্রীতিকর ওষধি বিস্তর ॥

* উদয়পুরের রাণাদিগের আদিপুরুষ বাপ্পারাও অন্যান্য উপাধিমধ্যে এই গৌরবাত্মক উপাধি ধারণ করেন।

কোন স্থলে মৃদুস্বর করি নিরন্তর।
উগরে নির্ঝরচয় মুকুতা-নিকর ॥
তরুণ অরুণ ভাতি জ্বলে কোন স্থলে।
প্রবালের বৃষ্টি যেন হয়েছে অচলে ॥
কোথাও তটিনীকুল কুল কুল স্বরে।
শেখরের শ্যাম অঙ্গে চারু শোভা করে ॥
যেন রঘুপতি-হৃদে হীরকের হার।
ঝলমল ভানু-করে করে অনিবার ॥
নানা জাতি বিহঙ্গে সুরঙ্গে গান করে।
সন্তাপীর তাপ দূর মন প্রাণ হরে ॥
আহা এইরূপ শোভা অতি অপরূপ !
উথলয় ভাবুক জনের ভাবকূপ ॥
সরসী সরিৎ সিন্ধু শেখব সুন্দর।
গহন গহ্বর বন নির্ঝব-নিকর ॥
দিনকর নিশাকর নক্ষত্রমণ্ডল।
মেঘমালে তড়িতের চমক উজ্জ্বল ॥
ইহ খলু নিসর্গের শোভা অনুপম।
যাহে জন্মে ভাবুকের বিলাস বিভ্রম ॥
সে সুখের তুল্য সুখ, আর কিবা হয় ?
দৈব অনুগ্রহ ভিন্ন অনুভূত নয় ॥
দেখ দেখি ভবভূতি আর কালিদাস।
কাব্যে সেই রস কিবা করিলা প্রকাশ ॥

মহা মহীপালগণ সভার ভিতর।
মহারত্নরূপে খ্যাত দেশদেশান্তর॥
কিন্তু তাঁরা সেই সব সভার বর্ণনে।
কটা কথা লিখেছেন ভাব আকর্ণনে?
প্রকৃতি-রূপের ছটা করি দরশন।
করেছেন কাব্যসুধা-সার বরষণ॥
পাঠমাত্রে লোমাঞ্চিত হয় কলেবর।
ধন্য ধন্য কাব্য-শক্তি রসের সাগর॥
আয় মন! চল যাই সেই সব দেশে।
যথায় প্রকৃতি সাজে মনোহর বেশে॥
দেখিবে বিচিত্র শোভা শৈল আর জলে।
শ্রবণ জুড়াবে তটিনীর কলকলে॥
কন্দরে কন্দরে ফুটে কুসুম অশেষ।
শরীর জুড়াবে, যাবে সমুদয় ক্লেশ॥
এইরূপ নানা শোভা দেখিতে দেখিতে।
পথিক উঠেন দুর্গে পুলকিত চিতে॥
বিশেষ দুর্গম পথ পাষাণে রচিত।
ভুজঙ্গের গতি সম ক্রোশ পরিমিত॥
ক্রমে ক্রমে পরিহার করি ছয় দ্বার।
উপনীত যথা সিংহদ্বার সুবিস্তার॥
অতিশয় পুরাতন কীর্ত্তির প্রকাশ।
হইয়াছে কত তরু লতার নিবাস॥

খচিত বিবিধ কার্য্য দ্বার-দেহময়।
মূর্ত্তিমান্ কত শত দেব-দেবীচয়॥
যবনের কার্য্য তাহে নহে দৃশ্যমান।
দ্বার যেন কৃতান্তের ফাটক সমান॥
তদন্তে শোভিত দেবালয় দুই ভিতে।
পণ্যবীথি পূর্ণ সাবি সাবি পসাবিতে॥
বৃহত্তর মনোহর প্রাসাদ প্রচুব।
কালদন্তে প্রতি ক্ষণ হইতেছে চূব॥
নগরাধিষ্ঠাত্রী কর্ত্রী হর্ত্রী মহাদেবী।
চিতোরের সর্ব্বনাশ যাঁব পদ সেবি॥
রয়েছে তাঁহাব মঠ পর্ব্বতপ্রমাণ।
অষ্টভুজা, কেশরী-আসনে অধিষ্ঠান॥
মহাকাল এক-লিঙ্গ* শিব অনুপম।
মন্দির-সমীপে কত দণ্ডীর আশ্রম॥
এ সকল নিরখিয়ে পথিকের চিত।
মলিনতা-মেঘজালে হইল জড়িত॥
মানসে করেন চিন্তা কোথায় সে দিন?
যে দিনে ভারতভূমি ছিলেন স্বাধীন॥

* বাপ্পারাওর ইষ্টদেবতা এই শিবলিঙ্গের প্রকৃত মন্দির নাগীন্দ্র নামক স্থানে আছে, ঐ নাগীন্দ্র উদয়পুর হইতে পঞ্চ ক্রোশ অন্তরে স্থিত। একলিঙ্গের পূজকেরা হারীত ঋষির বংশধর।

অসংখ্য বীরের যিনি জন্মপ্রদায়িনী।
কত শত দেশে রাজ-বিধিবিধায়িনী॥
এখন দুর্ভাগ্যে পরভোগ্যা পরাধীনী।
যাতনায় দিন যায় হয়ে অনাথিনী॥
কোথা সে বীরত্ব আর বিক্রম বিশাল?
সকলি করেছে গ্রাস সর্ব্বভুক্ কাল॥
এই যে ভীষণ দুর্গ না জানি কাহার?
কত বীর করেছেন ইহাতে বিহার॥
খ ন দরিদ্রদশা দৃশ্য সর্ব্বস্থানে।
মলিনতা প্রবলতা যেখানে সেখানে॥
কোথায় উৎসাহ রঙ্গ হাস্য মহোৎসব?
তেজোহীন জনগণ, যেন সব শব॥
এইরূপ ব্যাকুল হইয়া চিন্তাকুলে।
আইলেন শেষে এক সরোবর-কূলে॥
ঢল ঢল করে জল বিমল উজ্জ্বল।
সন্তরে বিহরে তাহে রাজহংসদল॥
চারি ধার বাঁধা তার প্রস্তর-সংযোগে।
অদ্যাবধি পতিত নহেক কাল-ভোগে॥
তার মাঝে চারু দ্বীপ রচিত পাষাণে।
হেন মনোলোভা শোভা নাহি কোন স্থানে॥
তাহে রম্য হর্ম্ম্য এক অতি পুরাতন।
হুতাশনে দগ্ধ-প্রায় হয় দরশন॥

দেখিয়ে পথিক মনে ভাবেন তখন।
কি হেতু হইল ইথে ধূমের বরণ ?
এমন সময়ে এক প্রাচীন ব্রাহ্মণ।
স্নানাশয়ে জলাশয়ে দিলেন দর্শন॥
করপুটে পথিক করেন প্রশ্ন তাঁরে।
"কহ দ্বিজ এই পুরী-বৃত্তান্ত আমারে॥"
বিপ্র কন, "শুন ওহে পথিক সুজন।
করুণা-রসের সিন্ধু স্থান-বিবরণ॥
শ্রবণেতে দ্রব হয় পাষাণ-হৃদয়।
অভাবুক-হৃদে হয় ভাবের উদয়॥
রাজ-পুত্র-ইতিহাস সমুদ্র সমান।
এই সে চিতোর-পুরী তার আদ্য স্থান॥
ত্রেতায় ছিলেন সূর্য্যবংশ-দণ্ডধর।
দ্বাপরেতে চন্দ্রবংশ ধরার ঈশ্বর॥
কলির প্রারম্ভে পুনঃ ভানুকুল-ভূপ।
যাঁহাদের বীরত্বের নাহি অনুরূপ॥
দেববংশী শিলাদিত্য বিখ্যাত ধরায়।
যাঁর বংশজাত বাপ্পারাও মহাকায়॥
একলিঙ্গ শিব পূজি বীরত্ব লভিল।
মোরী-বংশ্য মাতুলের সাম্রাজ্য হরিল॥
করিল অশেষ কীর্ত্তি কি কব বিশেষ।
হরিল বিক্রমবলে যবনের দেশ॥

একচ্ছত্রা অবনী করিল মহাবীর।
দুরন্ত দুর্দ্দান্ত ম্লেচ্ছ ভয়েতে অস্থির॥
ইরাণ তুরাণ আদি কত শত স্থান।
কাবল কাশ্মীর কান্ধহার কাফ্রিস্তান॥
ইত্যাদি অনেক দেশে হইলে বিজয়।
করিলেন কত রাজকন্যা পরিণয়॥
জন্মিল অসংখ্য বংশ হিন্দু মুসলমান।
হিন্দু সূর্য্যবংশী খ্যাত, যবন পাঠান॥
শত বর্ষ বয়ঃপ্রাপ্তে সেই মহাশয়।
সশরীরে স্বর্গগত কবিচন্দ্র* কয়॥
সুখাসনে শয়নে নিষণ্ণ নৃপবর।
চারু পট্টবসনে আবৃত কলেবব॥
চারি ধারে অমাত্য আত্মীয়গণ বসি।
নক্ষত্রমণ্ডলে যেন মেঘাচ্ছন্ন শশী॥
আবরণ মোচন করিয়া তার পর।
অদ্ভুত নিরখি সবে বিস্মিত অন্তর॥
না দেখে পর্য্যঙ্কে মহীপতি-মৃত-কায়।
কেবল প্রফুল্ল পদ্ম-জাল† শোভা পায়॥

---

* ইনি পৃথুরাজের সময়ে রাজপুত্রদিগের প্রধান কুলকবি ছিলেন।

† সেই পদ্মপুষ্পসমূহ সরোবরমধ্যে রোপিত হইলে বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। এইরূপ উপন্যাস সৌশেরয়া ভূপতির মৃত্যুবিষয়ে কথিত হয়।

সুরেন্দ্র-লোকের প্রায় সুরভি বহিল।
নন্দনকাননসুখে সকলে মোহিল॥
ধন্য ধন্য বাপ্পারাও কীর্ত্তি-কলাধর।
ধন্য বীর্য্যবিভূষণ ধন্য বীরবর॥
সেই বংশে কত শত নৃপতি প্রভৃত।
চিতোরের অধীশ্বর নানা গুণযুত॥
তের শত একত্রিশ সংবৎ বৎসরে।
বরিত লক্ষ্মণসিংহ সিংহাসনোপরে॥
শিশুরাজ লক্ষ্মণ অপ্রাপ্ত-ব্যবহার।
রাজ্য করে ভীমসিংহ পিতৃব্য তাঁহার॥
যাঁর প্রিয়তমা সে পদ্মিনী মনোরমা।
রূপে, গুণে, জ্ঞানে, অবনীতে অনুপমা॥
যাঁহার রূপেব কথা শুনি দিল্লীপতি।
চিতোর ঘেরিল আসি হয়ে ক্ষিপ্তমতি॥
রাজ্যলোপ, বংশলোপ, প্রাপ্ত হয় তায়।
ব্যান-মাতা* রাক্ষসীর ক্ষুধার জ্বালায়॥
তথাপি পদ্মিনী সতী সতীত্ব-রতন।
না দিলেন যবনেরে, করি প্রাণপণ॥
অতুলিত রূপ, গুণ, সতীত্ব সহিত।
অর্পিলেন অগ্নিগ্রাসে রাখিতে স্বহিত॥

* ইনি রাজপুতদার শ্রেয়সী কুলদেবতা। বাপ্পা ইহাঁকে স্বীয় শ্বশুরালয় বন্দরদ্বীপ হইতে আনয়নপূর্ব্বক চিতোরে প্রতিষ্ঠিত করেন।

হের ওহে পথিক গহ্বর* ভয়ঙ্কর।
এই স্থানে দগ্ধ পদ্মিনীর কলেবর॥
দেবস্থলীরূপে গণ্য করে যত নর।
রক্ষকস্বরূপ আছে কাল বিষধর॥"
চকিত স্থগিত নেত্রে পথিক তখন।
কৃতাঞ্জলি-করে করিলেন নিবেদন॥
"কহ দ্বিজ মম প্রতি হয়ে কৃপাবান্।
বিবরিয়া পদ্মিনীর চারু উপাখ্যান॥"

পদ্মিনী-বর্ণন

দ্বিজ কন্ "হে সুজন, কর মন সমর্পণ,
পদ্মিনীর বিচিত্র কথায়।
চৌহান কুলের দীপ, সিংহল দ্বীপের নৃপ,
বিখ্যাত হামির শঙ্খ রায়॥
তাঁর কন্যা মনোরমা, তিলোত্তমা কিবা রমা,
পদ্মিনী সৌন্দর্য্য-সার-ভাগ।
ভীমসিংহে দুহিতায়, দিলেন হামির রায়,
সহ যথাযোগ্য অনুরাগ॥

---

* রাজপুতনার কোন কবি কহেন, ঐ গহ্বরের গর্ভে এক অট্টালিকা আছে।

যেমন পদ্মিনী সতী, মিলিল তেমতি পতি,
রাজকুলচক্রবর্ত্তী ভীম।
ধর্ম্মে ধর্ম্মপুত্ত্র সম, রূপে সহদেবোপম,
বীর্য্যে পার্থ, বিক্রমেতে ভীম॥
যোগ্য পাত্রে মিলে যোগ্য, সুধা সুরগণ-ভোগ্য,
অসুরের পরিশ্রম সার।
বিকশিত তামরসে, অলি আসি উড়ে বসে,
ভেকভাগ্যে কেবল চীৎকার॥
মাধবী মাকন্দ কায়, প্রকাশিত প্রতিভায়,
বল তাহে কি শোভা অতুল।
আকন্দের দেহোপরে, যদ্যপি বিরাজ করে,
দেখিলে নয়নে বিঁধে শূল॥
সর্ব্বসুলক্ষণবতী, ধরাধামে যে যুবতী
লোকে বলে পদ্মিনী তাহারে।
সেই নাম নাম যার, সেরূপ প্রকৃতি তার,
কত গুণ কে কহিতে পারে?
পতিব্রতা পতিরতা, অবিরত সুশীলতা,
আবির্ভূতা হৃদ্‌পদ্মাসনে।
কি কব লজ্জার কথা, লতা লজ্জাবতী যথা,
মৃত-প্রায় পর-পরশনে॥
থাকুক সে পরশন, পরমুখ দরশন
সহনীয় না হয় সতীর।

দৃষ্টিমাত্র সেই ক্ষণে, সরমের হুতাশনে,
দগ্ধ হয় কোমল শরীর ॥
পদ্মিনীর পদ্মনেত্র, বিনোদ বিহার-ক্ষেত্র,
ব্রীড়া তাহে সদা ক্রীড়া করে।
পলকেতে প্রতি পলে, বঙ্কিম কটাক্ষচ্ছলে,
চারি দিকে অমৃত সঞ্চরে ॥
সতীর সুভদ দৃষ্টি, করে নানা সুখসৃষ্টি,
অনলের বৃষ্টি পাপী জনে।
সতীরে হরিতে আশ, যে করে তাহার নাশ,
ভাব কি দুর্দ্দশা দশাননে ॥
পদ্মিনী রূপের নিধি, বিরলে গড়িল বিধি,
নীর-নিধি-নন্দিনী সমান।
কি ছার পদ্মিনীচয়, সহ বিস কিসলয়,
পুষ্করে প্রকাশে অভিমান ॥
অতুলনা রাজকন্যা, ভুবনে ভাবিনী ধন্যা,
অগ্রগণ্যা রূপসী-সমাজে।
কিরূপ তাহার রূপ, কি বর্ণিব অপরূপ,
বর্ণিতে বিবর্ণ বর্ণ লাজে ॥
কোন মূঢ় চিত্রকরে, পদ্ম-দেহ চিত্র করে,
করিলে কি বাড়ে তার শোভা ?
কিম্বা সেই কোকনদে, মাখাইলে মৃগমদে,
অতি সুখ লভে মধুলোভা ?

কষিত-কাঞ্চন-কায়, কিবা কার্য্য সোহাগায়,
কিবা কার্য্য রসানের ছটা ?
হেন মূর্খ আছে কে হে, দিবে ইন্দ্রধনু-দেহে,
অভিনব রূপরঙ্গ-ঘটা ?
জ্বালিয়ে ঘৃতের বাতি, প্রখর ভাস্কর-ভাতি,
বৃদ্ধি করা দুরাশা কেবল।
কি কাজ সিন্দুরে মাজি, গজমুক্তাফলরাজী,
মাজিলে কি হয় সমুজ্জ্বল ?
সেইরূপ ভূপজার, রূপ গুণ চমৎকার,
বর্ণনায় ব্যর্থ আকিঞ্চন।
মৃগপতি যূথপতি, দ্বিজপতি গজমতি,
তিলফুল কোকিল খঞ্জন ॥
এই সব উপমার, প্রয়োজন নাহি আব,
নব-কবি-জনের বাঞ্ছিত।
কহিলাম যতগুলা, পদ্মিনী-রূপের তুলা,
কেহ নহে সকলি লাঞ্ছিত ॥
এই শ্রুতি পূর্ব্বাপর, যুবতীর মনোহর,
রূপ দৃষ্টে মুগ্ধ মুনি নরে।
কহ কোন্ নৃপ মুনি, রূপের ব্যাখ্যান শুনি,
মজিয়াছে পঞ্চশরশরে ?
পদ্মিনী-রূপের যশ, পরিপূর্ণ দিক্ দশ,
শ্রুত মাত্র দুরন্ত যবন।

না শুনিল কারো মানা, সিংহপুরে দিল হানা,
সঙ্গে লয়ে সেনা অগণন ॥

চিতোর আক্রমণ

সাজিল সঘন, সেনা অগণন,
করিবারে রণ চলিল।
শিরোপরে তাজ, যত তীরন্দাজ,
সাজ সাজ সাজ বলিল ॥
ধূলায় গগন, ধূসর বরণ,
অদৃশ্য তপন হইল।
কুলবতীচয়, মনে পেয়ে ভয়,
নিভৃতে আশ্রয় লইল ॥
বিষম বিশাল, মদে মাতোয়াল,
করিযূথ কাল ছুটিল।
পিঠেতে আমারি, শোভে সারি সারি,
তাহে ধনুর্দ্ধারী উঠিল ॥
মণি মুক্তা কাজ, ঝুলেতে বিরাজ,
রবি-ছবি লাজ পাইল।
কোমল কমল, সম মখমল,
শোভা নিরমল ছাইল ॥

অগণিত বাজী, কিবা তাজি রাজী,
আসোয়ার সাজি ধাইল।
করে করবাল, পিঠে বাঁধি ঢাল,
যত সেনাপাল যাইল॥
হল্যো হুলস্থূল, করে করি শূল,
কত সেনাকুল সাজিল।
শূন্য রাজপুরী, বিগত মাধুরী,
ভোঁ ভোঁ রবে তূরী বাজিল॥
চলে সেনাদল, তৃণহীন স্থল,
জলাশয়জল শুকাল।
হেরিতে করাল, চলে পাল পাল,
নাহিক সকাল বিকাল॥
উঠে ডাক হাঁক, বাজে জয়ঢাক,
কত শত বাঁক ফুঁকিল।
সুখী কত মতে, যবন যাবতে,
হিন্দু-বধ-ব্রতে ঝুঁকিল॥
দিল্লীর সম্রাট, সহ সেনা-ঠাট,
ত্যজি রাজ্যপাট মাতিল।
স্থির নহে মন, তাহাতে মদন,
নিজ সিংহাসন পাতিল॥
পদ্মিনী স্মরণ, পদ্মিনী মনন,
পদ্মিনী জীবন দহিল।

পদ্মিনী দর্শন, পদ্মিনী শ্রবণ,
সে পদ্মিনী মন মোহিল ॥
পদ্মিনী শয়নে, পদ্মিনী স্বপনে,
পদ্মিনী বচনে রাখিল ।
সেই রূপ ধ্যান, করি রহে প্রাণ,
সেই রূপে জ্ঞান ঢাকিল ॥
পদ্মিনী উদ্দেশে, সমরের বেশে,
রাজপুতদেশে আইল ।
হয়ে কুতূহল, যত কবিদল,
ভূপতিমঙ্গল গাইল ॥
বাজে নওবৎ, সুধাবৃষ্টিবৎ,
সেনাদি তাবৎ টলিল ।
এমতি বাজনা, মত্ত ভীরু জনা,
সমরাগ্নিকণা জ্বলিল ॥
রাজপুতনায়, কেবা কারে চায়,
প্রলয়ের প্রায় করিল ।
যে যাহারে পায়, লুটে লয়ে যায়,
কত লোক তায় মরিল ॥
আসি অবশেষ, চিতোরের দেশ,
সংগ্রামের বেশ যুড়িল ।
নভঃস্থল ঢাকা, সহস্র পতাকা,
যেমন বলাকা উড়িল ॥

বিষম কাওয়াজ, গোলার আওয়াজ,
যত গোলন্দাজ দাগিল।
মনে পেয়ে ভয়, নর নারীচয়,
ত্যজিয়ে আলয় ভাগিল॥
যবনে উল্লাস, খলখল হাস,
দুর্গ চারি পাশ ঘেরিল।
ভীমসিংহ রায়, নিম্নভাগে চায়,
পাঠান সেনায় হেরিল॥
ক্ষত্রিয়-নিকর, ক্রোধে গরগর,
প্রাচীর উপর চড়িল।
মারে মালসাট, যত সেনাঠাট,
দুর্গের কবাট পড়িল॥

বিগ্রহ ও সন্ধির মন্ত্রণা

শ্রাবণের ধারা সম ধারা অনিবার।
বুরুজ হইতে পড়ে গোলা* একধার॥

* যদিও মোগল সম্রাট্ বাবরের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে তোপ ব্যবহার প্রচলিত হয়, কিন্তু সুপ্রাচীন কবি চান্দের গ্রন্থে "নল গোলা" প্রভৃতি অস্ত্রের উল্লেখ আছে, সুতরাং বোধ হইতেছে—ভারতবর্ষে অতি পুরাকালে গোলা গুলির ব্যবহার ছিল।

যেন ঘোরতর শিলাবৃষ্টির পতনে।
ফুল ফল দলে দলে দলিত সঘনে॥
অথবা কর্ত্তনী-মুখে শস্যের ছেদন।
অথবা হেমন্ত-শেষে পাতার ঝরণ॥
সেইরূপ দলে দলে পড়ে শত্রুঠাট।
শুধু এই শব্দ, “মার, মার, কাট, কাট॥”
পলায় পাঠান সেনা শ্বাসগত প্রাণ।
দলভঙ্গ চতুরঙ্গ হারাইল জ্ঞান॥
থাকে থাকে ঘিরেছিল দুর্গের প্রাচীর।
ব্যূহ ছেড়ে ভাগে যত দেড়ে ধেড়ে বীর॥
শত্রুর প্রস্থান দেখি রাজপুত্রগণ।
সিংহনাদে গগন পূরিল সেই ক্ষণ॥
বুরুজে বুরুজে ফেরে পদাতি সকল।
মাঝে মাঝে তোপশব্দে কম্পিত অচল॥
পুনর্ব্বার পাঠানের সেনাপতিচয়।
বিপক্ষে দেখিয়া শ্রান্ত রজনীসময়॥
দলে দলে আসি করে নগর বেষ্টন।
পাতিল তোপের শ্রেণী তুড়িতে তোরণ॥
গুড়ম্ গুড়ুম্ গুম বজ্রের আওয়াজ।
শুনি সচেতন হয়ে ভীম মহারাজ॥
“সাজ সাজ” বলি আজ্ঞা দিলেন তখন।
পুনঃ প্রাচীরেতে উঠে যত সেনাগণ॥

দুই পক্ষে ঘোরতর অস্ত্রের চালনা।
মরিল অনেক সেনা কে করে গণনা॥
কালানল সম অগ্নি জ্বলে ধূ ধূ ধূ ধূ।
যবনের যুদ্ধনাদ আল্লা হু আল্লা হু* ॥
রুধির-প্রবাহ বহে বনাশ† প্রবাহে।
ভয়ানক ভাবের প্রভাব হয় তাহে॥
ধূমেতে ধূসরবর্ণ ধরিল আকাশ।
স্থানে স্থানে তোপমুখে বিজলী প্রকাশ॥
নীচে থেকে উঠে গোলা শূন্যে গিয়া ফুটে।
চিতোরের কত শত ঘর দ্বার টুটে॥
বাজারে লাগিল অগ্নি দগ্ধ দ্রব্যরাশি।
ত্রাহি ত্রাহি শব্দ করে যত দুর্গবাসী॥
ফাটক-সমীপে কোন যোদ্ধা যুদ্ধ করে।
পুত্র পরিবার তার গৃহে পুড়ে মরে॥
হাহাকার-রব-পূর্ণ চিতোর নগর।
বালক বনিতা বৃদ্ধ অস্থির অন্তর॥
বিক্রমে কেশরী প্রায় রাজপুত্রগণ।
পরম সাহসে সবে করে ঘোর রণ॥

---

* লর্ড বায়রণ কহেন, মুসলমানেরা এই যুদ্ধনাদকালে হু শব্দটা এরূপ ভাবে উচ্চারণ করে যে, তাহাতে এক প্রকার ভয়ানক ভাবোদয় হয়।

† রাজপুতনা প্রদেশে প্রবাহিত নদী।

পরাক্রমে ন্যূন নহে দুরন্ত পাঠান।
হিন্দুর বিনাশে পুণ্য, মনে দৃঢ় জ্ঞান॥
শশারুর প্রায় শস্ত্র সর্ব্বাঙ্গে শোভিত।
ঝক্ মক্ চক্ মক্ পঞ্জা চারি ভিত॥
উড়িছে নিশান নীল অর্দ্ধচন্দ্রতলে।
প্রকট বিকট মূর্ত্তি দৃষ্ট সর্ব্বস্থলে॥
হেন কালে এক দিকে উঠে হাহাকার।
সমরে পড়িল এক আলার কুমার॥
শ্রুতমাত্র বাদশার শিহরিল দেহ।
এমনি আশ্চর্য্য শক্তি ধরে পুত্রস্নেহ॥
কঠোর কুলিশ সম যাহার হৃদয়।
বালক-বনিতা-দুঃখে কাতর যে নয়॥
আহবে মাতিলে নাহি থাকে কিছু বোধ।
সমুদয় নাশে, মানে না-কো উপরোধ॥
এমন হৃদয় যার নিপট নিদয়।
পুত্রের বিয়োগ শুনি সেহ দ্রব হয়॥
কিন্তু শাহ নিরুৎসাহ না হইল তায়।
মার মার শব্দ মুখে যথা তথা ধায়॥
প্রভাত হইল নিশা উদিত তপন।
দুই দলে শ্রান্ত হেতু ক্ষান্ত তাহে রণ॥
সে সময় স্বভাবের কি ভাব উদয়।
চারি দিকে লোহিত বরণ দৃষ্ট হয়॥

পূর্ব্বদিকে আরক্তিম অরুণ প্রকাশে।
পশ্চিমে দ্বিজেশ যান রোহিণীর পাশে ॥
সারা নিশা গেল তাঁর নক্ষত্র-সভায়।
তাই বুঝি পাণ্ডুবর্ণ সরমের দায় ॥
অথবা অগ্রজ-মুখ নিরখি অম্বরে।
লজ্জাভরে শশধর পাংশুরাগ ধরে ॥
উদয়ে উদিত খরকর দিনকর।
মানিনীর মুখ প্রায় ক্রোধে গর গর ॥
আজ কেন দিনকর প্রখর এমন।
কবি কহে বুঝিয়াছি ইহার কারণ ॥
ভানু-বংশ-অবতংস রাজপুত্রগণ।
সেই কুলে কালি দিতে উদ্যত যবন ॥
এই হেতু উষ্ণ-ছবি রবি মহাশয়।
অলক্ত আরক্ত প্রভা প্রভাতসময় ॥
আকাশে শোণিতছটা শোণিত ভূতলে।
শোণিত তটিনী-নীরে শোণিত অচলে ॥
ভয়ানক ভাবের হইল আবির্ভাব।
রৌদ্র রস সহযোগে প্রবল প্রভাব ॥
এইরূপে কত দিন হইল সমর।
দিবা বিভাবরী রণে নাহি অবসর ॥
তথাপিও যবনের না হইল জয়।
অভেদ্য দুর্গম দুর্গ, কার সাধ্য লয় ?

অয়ন হইল গত সমরে সমরে।
সন্ধিস্থাপনের সন্ধি কেহ নাহি করে ॥
দুর্গমধ্যে দুর্ভিক্ষ হইল অতিশয়।
খাদ্য দ্রব্য ক্রমে ক্রমে শেষ সমুদয় ॥
অনাহারে প্রাণ ত্যজে কত নর নারী।
ঘোড়াশালে ঘোটক মরিল সারি সারি ॥
মাতঙ্গ মরিল কত আহার অভাবে।
জন্মিল মারক তার দুর্গন্ধ প্রভাবে ॥
কিলি বিলি করে কীট যেখানে সেখানে।
অস্থি-চর্ম্ম-সার সবে পতিত শ্মশানে ॥
পূতিগন্ধে মহানন্দে ফেরুপাল ফিরে।
অগণন গৃধ্রগণ রহে সব ঘিরে ॥
পাখার সাপট মারি শকুনিরা ধায়।
কুকুরে তাড়ায়ে দিয়ে মেদ মাংস খায় ॥
হইল নরের খাদ্য তৃণ পত্র মূল।
শ্মশান হইল সব সরোবর-কূল ॥
ভীমসিংহ মহীপতি হেরি এ সকল।
প্রজার দুঃখেতে মন হইল বিকল ॥
সন্ধির উদ্দেশে কত কবেন কল্পনা।
সহিত সচিবদল বিবিধ মন্ত্রণা ॥
ওদিকে যবন-সৈন্যে হৈল মহামারী।
কেহ নহে কারো বশ্য সব স্বেচ্ছাচারী ॥

পঙ্গপাল মত সৈন্য পালে পালে গিয়ে।
শস্যক্ষেত্র গ্রাম আদি আসে বিনাশিয়ে॥
যাহা পায় তাহা খায়, লুটে সব লয়।
পলায় সকল লোক ত্যজিয়ে আলয়॥
ছয় মাসাবধি কৃষিকার্য্য নাহি হয়।
মরুভূমি প্রায় হইল যত ক্ষেত্রচয়॥
ঘাট বাট, জঙ্গলে পূরিল একেবারে।
না মিলে তণ্ডুল-কণা হাটে কি বাজারে॥
যথা তথা মরে সেনা হাজার হাজার।
নিরখি অস্থির চিত্ত যবন-রাজার॥
মনে ভাবে দূর হৌক মিছে করি রণ।
বিপদ্ ঘটিল এক নারীর কারণ॥
মজিলাম কামকূপে রূপ শুনে যার।
এক বার দেখা চাই সে রূপ তাহার॥
আসার আশার ফল লাভ হলে বাঁচি।
ইহার অধিক মিছে মনে মনে আঁচি॥
নাহি চাহি রত্নভার, চিতোরের দেশ।
দেখিব সে মোহিনীরে, এই ধার্য্য শেষ॥
এত ভাবি পত্র লিখি দূত পাঠাইল।
সন্ধির পতাকা শুভ্র, গগনে উঠিল॥
দূত আগমনে দ্বারি রাজারে জানায়।
পত্র লয়ে বিদায় দিলেন তারে রায়॥

পত্র পাঠে ক্ষত্রপতি দ্বিগুণ জ্বলিত।
ঘন বহে দীর্ঘশ্বাস চিত্ত চপলিত॥
ভাবিছেন হায় প্রাণ থাকিতে শরীরে।
যবনেরে কেমনে দেখাব পদ্মিনীরে?
ধিক্ মম বাহুবলে! ধিক্ এ জীবনে!
ধিক্ ক্ষত্রকুলে জন্ম! ধিক্ রাজ্য-ধনে॥
অনাহারে দুর্গমধ্যে যায় যাক্ প্রাণ।
মরুক সকল সৈন্য ক্ষত্রিয়-সন্তান॥
এত অপমান সহ্য না হবে কখন।
না দেখাব পদ্মিনীরে থাকিতে জীবন॥
সাধ্বী সতী পতিব্রতা অতি গুণবতী।
এ কথা তাহারে কবে কোন্ মূঢ়মতি?
এত ভাবি ম্লানমুখে সজল-নয়নে।
ধীরে ধীরে যান রাজা পদ্মিনী-সদনে॥
এক বার অগ্রসর, পুনঃ যান ফিরে।
করাঘাত কাতরে করেন কভু শিরে॥
হেন কালে পদ্মিনীর প্রিয় সহচরী।
চিত্ররেখা নাম তার শ্রেয়সী কিঙ্করী॥
দূরে থেকে নৃপতিরে করি নিরীক্ষণ।
কহিলেক মহিষীসমীপে বিবরণ॥
শুনি সতী চলিলেন চঞ্চল-চরণে।
কুরঙ্গিণী ধায় যথা কুরঙ্গদর্শনে॥

রাজদম্পতির কথোপকথন

আসি ধীরে ধীরে, নিরখি পতিরে,
নেত্রনীর পদ্মিনীর।
ক্ষরে বিন্দু বিন্দু, সুধাসিক্ত ইন্দু,
হইল মুখ রুচির॥
গদ গদ স্বরে, কন নৃপবরে,
"আজ কেন প্রাণেশ্বর।
হেরি হেন ভাব, স্বভাব অভাব,
অশ্রুপাত দর দর?
অধর মধুর, বরণ সিন্দূর,
আজ হে পাণ্ডুর কেন?
সুধার সদন, সুধাংশু-বদন,
রাহুর গ্রাসেতে যেন॥
কেন হে উদাসী, আমি তব দাসী,
কও হে মনের কথা?
আমার কারণ, বুঝি হে রাজন,
পেয়েছ প্রাণেতে ব্যথা?
আমারি কারণ, হয় এই রণ,
দেশে এত অমঙ্গল।
আমি অভাগিনী, তব সোহাগিনী,
তাই হে দুঃখ প্রবল॥

যদি ওহে প্রিয়, সামান্য ক্ষত্রিয়-
ঘরণী হতো এ দাসী।
তবে হেন রণ, দুরাত্মা যবন,
করিত কি হেথা আসি?
পরিপূর্ণ খনি কত শত মণি,
কে তার সন্ধান লয়?
ধনি-কণ্ঠহারে, নিরখি তাহারে,
চোরের লালসা হয়॥
কি কব অধিক, ধিক্ প্রাণে ধিক্,
শুন ওহে প্রাণাধিক!
ধিক্ এ জীবনে, ধিক্ সে যৌবনে,
রূপে গুণে ধিক্ ধিক্!
ধিক্ বিধাতায়, কেন বা আমায়,
করিল লাবণ্যবতী?
দরিদ্রের দারা, কুরূপা যাহারা,
আমা চেয়ে সুখী অতি॥"
এইরূপে রাণী, খেদে কন বাণী,
পদ্মপাণি হানি শিরে।
শুনি নৃপমণি, অধৈর্য্য অমনি,
অভিষিক্ত অশ্রুনীরে॥
বাহু প্রসারিয়া, আলিঙ্গন দিয়া,
রাণীরে লইয়া কোলে।

অধর ধরিয়া, আদর করিয়া,
কহেন মধুর বোলে ॥
"কেন হে প্রেয়সি, রূপসী-শ্রেয়সি,
আপনায় অনুযোগ।
কিবা দোষ তব ? কথা অসম্ভব,
মম ভাগ্যে কর্ম্মভোগ ॥
পাইলে রতন, কারয়ে যতন,
কেহ সুখে কাল হরে।
কেহ পদে পদে, মজিয়ে বিপদে,
দস্যু-করে প্রাণে মরে ॥
তুমি হে আমার, প্রাণের আধার,
প্রাণ দিব তব লাগি।
যাক্ রাজ্য ধন, নাহি প্রয়োজন,
হই হব দুঃখভাগী ॥
সব দিব ডালি, তবু কুলে কালি,
প্রাণ সত্ত্বে না হইবে।
হাজার রাজার, রাজ্য কোন্ ছার,
তব মূল্য কেবা দিবে ?
কি কব বচন, ক্রোধ হুতাশন,
কহিতে জ্বলিত হয়।
তাই হে আমার, আজ এ প্রকার,
হইয়াছে ভাবোদয় ॥

শত্রু দুরাশয়, সন্ধির আশয়,
ফেঁদেছে এ লিপি-ফাঁদ।
তবে ফিরে যায়, দেখিবারে পায়,
যদি তব মুখ-চাঁদ॥
রাজ্য নাহি চায়, ধন পিপাসায়,
না করে এ ঘোর রণ।
শুধু সুলোচনে, তব চন্দ্রাননে,
নিরখিতে আকিঞ্চন॥
এ পণ তাহার, কেমনে স্বীকার,
করিব থাকিতে প্রাণ।
গরল ভখিব, জ্বলনে পশিব,
না সহিব অপমান॥”
শুনিয়ে উত্তরে, রাণী নরেশ্বরে,
কহিছেন মৃদুস্বরে।
“কেন হে উদাস, এরূপ নৈরাশ,
সর্ব্বনাশ মোর তরে॥
দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন,
এই তো রাজার নীতি।
দুষ্ট নিসূদন, না হলো সাধন,
সাধুর পালন রীতি॥
যদ্যপি যবনে, পরাভূত রণে,
করিবারে না পারিলে।

প্রখর প্রবল, সমর-অনল,
নিবাও সন্ধি-সলিলে ॥
পাল প্রজাকুল, হয়েছে আকুল,
অনাহারে নষ্ট হয়।
একের কারণ, মরে অগণন,
এ দুঃখ কি প্রাণে সয় ?
নিরখি আমায়, শত্রু যদি যায়,
সব দিক্ রক্ষা পায়।
তবে হে আমারে, দেখাও তাহারে,
নিরুপায়ে সদুপায় ॥
সাক্ষাৎ আমায়, যদি দেখে রায়,
হবে তবে কুলে কালি।
দেখুক দর্পণে, ছায়া দরশনে,
বংশেতে না রবে গালি ॥"
এ কথা সতীর, শুনি ভূপতির,
আনন্দের নাহি পার।
অতি কুতূহলী, ধন্য ধন্য বলি,
প্রশংসা করেন তাঁর ॥
"তুমি বুদ্ধিমতী, অতি সাধ্বী সতী,
রমণীর শিরোমণি।
তোমার সুযুক্তি, সুমধুর উক্তি,
শ্রবণে সৌভাগ্য গণি ॥

ধিক্ মন্ত্রিদল, কি করে কৌশল ?
অসার গণনা করি।
তুমি দেবী-অংশ, ধন্য ক্ষত্রিবংশ,
যাহে তব অবতরি॥
কিন্তু সুবদনে, এই ভয় মনে,
হইতেছে হে আমার।
মুকুরে আকৃতি, হেরিতে স্বীকৃতি,
পাবে কি সে দুরাচার ?"
কহেন মহিষী, "ভাবনা ঈদৃশী,
করা হে উচিত নয়।
পরাস্ত যে জন, সন্ধি সংস্থাপন,
তাহারি বাসনা হয়॥
রাবণ সোসর, দিল্লীর ঈশ্বর,
যদিও পরাস্ত নহে।
তার সেনাকুল, হয়েছে আকুল,
তাহারি লিপিতে কহে॥
অতএব রায়, দর্পণে আমায়,
হেরিতে সম্মত হবে।
শত্রু-হস্তে শেষ, মুক্ত হবে দেশ,
কুরব না রবে ভবে॥"
শুনিয়ে ভূপতি, সুযুক্তি ভারতী,
মানস প্রফুল্ল অতি।

পত্র লিখি রায়, পাঠান যথায়,
পাঠান চঞ্চলমতি ॥

পদ্মিনী প্রদর্শন

দিল্লীপতি যবন ভূপাল,
আজ তার প্রসন্ন কপাল।
সুপ্রভাত শুভ ক্ষণে, সহিত অমাত্যগণে,
পত্রপাঠে আনন্দ বিশাল ॥
মোহিবারে মোহিনীর মন,
কত মত সজ্জা সুশোভন।
করিতেছে নানা অঙ্গে, কতরূপ রাগ রঙ্গে,
ভাবভঙ্গে রমণীমোহন ॥
চারু সের্‌পেচ শিরোপর,
ঊর্দ্ধে তার দুলিতেছে পর।
নানারূপ রত্ন তায়, নিরমল প্রতিভায়,
ঝলমল করে নিরন্তর ॥
গজমুক্তা ফলে কোন স্থলে,
সূর্য্যকান্ত-মণি শ্রেণী জ্বলে।
কোথায় বৈদূর্য্য-ভাতি, কোথা হীরকের পাঁতি,
ভানু প্রভা হরে প্রভা ছলে ॥

কষিত কাঞ্চনে সুরচিত,
নানা রত্নরাজীতে খচিত।
কবচ শরীরে আঁটা, কটিবন্ধ হীরা কাটা,
কটিতটে কিবা বিরচিত ॥
জঘন্য নগণ্য বামা-কুলে,
মণির ছটায় যায় ভুলে।
পদ্মিনী সুশীলা সতী, পতিব্রতা পুণ্যবতী,
অকলঙ্ক শশী ক্ষত্রিকুলে ॥
অতি ধন মনে মনে গণি,
পতিরূপ ধনে ধনী ধনী।
অন্য ধনে তুচ্ছ ভাব, পতিরূপ আবির্ভাব,
হৃদয়-গগনে দিনমণি ॥
জ্ঞানহীন যবন-কুমার,
এমন অবোধ কোথা আর ?
দেখাইয়ে রত্নাবলী, পদ্মিনীর মন টলি,
হরিবারে বাসনা সঞ্চার ॥
হেথা ভীমসিংহ মহারাজ,
বার দিয়ে অমাত্য সমাজ।
মন্ত্রণা এরূপ ভাবে, কিরূপে যন্ত্রণা যাবে,
কিরূপেতে রক্ষা পাবে লাজ ॥
কোন্ স্থানে গিয়ে কি প্রকারে,
শত্রুর শিবিরে কি আগারে।

সহ সব সহচরে, দেখাবেন দিল্লীশ্বরে,
সঙ্গে লয়ে নিজ বনিতারে ॥
অবশেষে এই স্থির হয়,
প্রকাশ্যে দেখান যোগ্য নয় ।
বিহিত নিভৃত স্থল, না থাকিবে সৈন্যদল,
থাকিবেন নরপতিদ্বয় ॥
নয়নেতে না হইবে লক্ষ,
উভয় দলের সেনাপক্ষ ।
আয়ুধ-বিহীন রবে, না লঙ্ঘিবে সীমা সবে,
পদাতিক কিবা সেনাধ্যক্ষ ॥
চিতোর গড়ের ছয় দ্বার,
মধ্যে মধ্যে পরিখা বিস্তার ।
তার মধ্যে মধ্য গড়ে, বস্ত্রের কাণ্ডার পড়ে,
কি বর্ণিব তাহার বাহার ॥
স্থানে স্থানে হীরক ঝলকে,
ভানুকরে পলকে পলকে ।
মণিময় চন্দ্রাতপ, জ্বলে রত্ন দপ দপ,
যেন মেঘে দামিনী দলকে ॥
চারি ধারে গজমুকুতার,
ঝালরেতে শোভা চমৎকার ।
ভিতরেতে দুই খণ্ড, সুবর্ণ-মণ্ডিত দণ্ড,
স্থানে স্থানে সুশোভিত তার ॥

যে স্থানে পদ্মিনী পৌর্ণমাসী,
প্রকাশিতা হইবেন আসি।
সেই স্থানে এইরূপ, রচনা করেন ভূপ,
বিহিত গোপন অভিলাষী॥
গুপ্ত রবে কামিনীর কায়া,
দৃষ্ট মাত্র হবে তাঁর ছায়া।
সহচরী-তারা-মাঝে, অকলঙ্ক শশী সাজে,
উদিতা হবেন নৃপজায়া॥
সমাগত হইলে সময়,
দিল্লীপতি হইল উদয়।
অগ্রসর হয়ে রায়, আলিঙ্গিয়ে বাদশায়,
লয়ে যান করিয়া বিনয়॥
অনন্তর যবন-ঈশ্বর,
প্রবেশিয়ে কাণ্ডার-ভিতর।
করিলেক নিরীক্ষণ, তিন দিকে আচ্ছাদন,
এক দিকে মুকুর স্মুন্দর॥
দর্পণের চারু আবরণ,
ভীমসিংহ করেন মোচন।
হইল মাহেন্দ্র ক্ষণ, অস্থির শাহার মন,
সচকিত হইল লোচন॥
করিতেছে ছায়া দরশন,
যেন সব মায়ার রচন।

কাচেতে কাঞ্চন কান্তি, চিত্ররূপে হয় ভ্রান্তি,
মোহিনী মূরতি বিমোহন ॥
কভু ভাবে এমন কি হয়,
চিত্র চক্ষে পলক উদয় ?
নয়নে চাঞ্চল্য আছে, কমলে খঞ্জন নাচে,
বিম্বাধর অশন আশয় ॥
সরোরুহে হেরিলে খঞ্জন,
অধিপতি হয় সেই জন।
নৃপ হয়ে দেখে যেই, কি লাভ করিবে সেই,
ভেবে দেখ হে ভাবুকগণ ॥
কটুতর কটাক্ষের জোর,
গরিমা মাদক রসে ভোর।
যেন আহুতির গাত্র, সন্নিধান পাবা মাত্র,
অনল জ্বলিয়ে উঠে ঘোর ॥
পরক্ষণে হেন জ্ঞান হয়,
যেন চক্ষে ঘৃণার উদয়।
বিষম অধর ভঙ্গে, যেন যবনের অঙ্গে,
কালসর্প বিষ বরিষয় ॥
করি হেন রূপ দরশন,
যবন হইল অচেতন।
ছায়াতে হরিল জ্ঞান, উড়ু উড়ু করে প্রাণ,
স্বেদবিন্দু ঝরে ঘন ঘন ॥

একেবারে চকিত স্থগিত,
মহীপতি হইল মোহিত।
নিপতিত মহীপরে, রাণী যান গৃহান্তরে,
সহচরীগণের সহিত॥
বলিহারি মদনের বাণ,
কোথা হেন অব্যর্থ সন্ধান ?
যোগেশের যোগ ভঙ্গ, দ্বিজরাজ ক্ষত অঙ্গ,
তৃণতুল্য হয় বলবান॥
দেখ কি আশ্চর্য্য পঞ্চশর,
ত্রিলোক-বিজয়ী লঙ্কেশ্বর।
এই শরে জ্ঞানহীন, বীর-দর্প সব ক্ষীণ,
না রহিল বংশে বংশধর॥
আর দেখ দেব পুরন্দর,
অস্ত্র যাঁর বজ্র ভয়ঙ্কর।
সে বাসব বজ্রধরে, অতনুর ফুলশরে,
করেছিল পশুর সোসর॥
এই যে দিল্লীর অধিপতি,
বিক্রম-কেশরী মহামতি।
হেরি রূপ প্রতিরূপ, মোহিত হইল ভূপ,
ধন্য ধন্য ধন্য রতিপতি।
না জানি কি হইত তাহার,
নিরখিলে প্রকৃত আকার।

মুগ্ধ হয়ে রূপরসে, পঞ্চশর পরবশে,
করিত জীবন পরিহার ॥
ভীমসিংহ দুই করে ধরি,
শাহরে তোলেন শীঘ্র করি।
জ্ঞান লাভে অচিরাৎ, পুনরায় দৃষ্টিপাত,
করিলেক মুকুর উপরি ॥
শূন্য হেরি মোহন মুকুর,
উদাসে পূরিল চিত্তপুর।
বলে "হায় কোথা গেলে ? বিরহ-অনল জ্বেলে,
দহিলে হে মানস বিধুর ॥"
এইরূপে হস্তিনার পতি,
বিহ্বল অতনু-শরে অতি।
ভীমসিংহে লয়ে সঙ্গে, শিবিরেতে মোহভঙ্গে,
ধীরে ধীরে করিলেক গতি ॥
সরল সুশীলমতি রায়,
অবিশ্বাস নাহি মাত্র তায়।
হৃদয়েতে নাহি ভীতি, রক্ষা হেতু রাজনীতি,
চলিলেন শত্রুর সভায় ॥

ভীমসিংহের বন্ধনদশা

দারুণ দুর্নীত দুষ্ট দুরাত্মা দনুজ।
সাধে যবনেরে হিন্দু না বলে মনুজ?
অধার্ম্মিক বিশ্বাসঘাতক দুরাচার।
সকল জাতের প্রতি ঘোর অহঙ্কার॥
কপট লম্পট শঠ পাতকে পুলক।
ন্যায়ান্যায় বোধহীন বিষম বঞ্চক॥
সরল সুধীর হিন্দু নৃপ-চূড়ামণি।
শান্তি হেতু দেখালেন আপন রমণী॥
রাখিবারে রাজনীতি আইলেন সঙ্গে।
সন্ধি অভিলাষে ভাসে আহ্লাদ-তরঙ্গে॥
দুরন্ত পাঠানপতি পেয়ে তাঁরে করে।
সেই ক্ষণে কারাগারে লয়ে বন্ধ করে॥
ব্যঙ্গচ্ছলে ঢলে ঢলে কহিছে বচন।
"এখনো পদ্মিনী আনি দাও হে রাজন॥
যদি তারে নাহি পাই করিলাম পণ।
সকলের আগে তব বধিব জীবন॥
পরে বিনাশিব সব কাল-বেশ ধরি।
চিতোর করিব চূর্ণ গোলাবৃষ্টি করি॥
ভৃগুরাম-কৃত যথা ক্ষত্রিয়-নিধন।
রাজপুত্র-কুলে না রাখিব এক জন॥

পশ্চাতে পদ্মিনী হরি করিব প্রস্থান।
দেখিব তখন কেটা করিবেক ত্রাণ ?
ছাড়াইব হিন্দুয়ানি ব্রত পূজা যাগ।
ইমানে আনিয়ে তার বাড়াব সোহাগ॥
তার ছায়া হরিয়াছে মম প্রাণ মন।
প্রণয়-শৃঙ্খলে তার বাঁধিব চরণ॥
হৃদয়-মাঝারে যারে সতত ধিয়াই।
হৃদয় উপরে তারে বসাইতে চাই॥
কে আছে আমার সম ভুবন-ভিতর ?
আমি তার প্রজা হয়ে যোগাইব কর॥
দিবানিশি পূজিব প্রণয় উপহারে।
দেখি কে আমার এই প্রতিজ্ঞা নিবারে ?
অতএব বৃথা কেন বাড়াইবে গোল।
পদ্মিনীরে এনে দাও রাখ মম বোল॥
সব দিক্ রক্ষা পাবে হইবে মঙ্গল।
একেবারে নিবে যাবে সমর-অনল॥
তোমার সহায় আমি রব চিরকাল।
ক্ষত্রিমাঝে তব তেজ বাড়িবে বিশাল॥
যদি তব জাতি মারে কোন রাজপুত।
আমি তারে তখনি করিব জাতিচ্যুত॥
যদি কেহ তুচ্ছভাবে ভাবে হে তোমায়।
ছারেখারে দিব তারে রাজপুতনায়॥"

যবনের বাক্য শুনি ভীমসিংহ রায়।
ক্রোধে, ভয়ে, লাজে, খেদে থর থর কায়॥
অভিমানে অশ্রু আসি প্রকাশিতে চায়।
লজ্জা আর ক্রোধ গিয়ে রুদ্ধ করে তায়॥
রাগের লোহিত রাগ উদিত নয়নে।
অনল প্রভাবে জল থাকিবে কেমনে?
অশ্রুপথ অবরুদ্ধ, স্বেদধারা বয়।
অশ্রু যেন স্বেদরূপে হইল উদয়॥
শীতার্ত্তের প্রায় ঘন কাঁপে কলেবর।
নয়নেতে জ্বলে কিন্তু কৃশানু প্রখর॥
যথা উচ্চ গিরিবরে শোভা মনোহর।
নীচে হয় হিমবৃষ্টি ঊর্দ্ধে ভানুকর॥
অথবা আগ্নেয়গিরি স্বরূপ লক্ষণ।
উপরে পাবক নিম্নে হিম-বরিষণ॥
ক্রমে ক্রমে সে অনল হইলে প্রবল।
সঘনে চঞ্চল করে অচল অচল॥
উগরয় অবশেষ অগ্নি রাশি রাশি।
একেবারে সমুদায় যায় তায় নাশি॥
সেরূপে নৃপতি বর্ষে বাক্য হুতাশন।
স্তব্ধপ্রায় হইল সভাস্থ সর্ব্বজন॥
ক্ষত্রিয়ের ক্রোধানল অতি খরতর।
বলে "ধিক্ ওরে দুষ্ট যবন পামর॥

এই কি যোদ্ধার ধর্ম্ম রে রে দুরাচার ?
এই কি রে রাজনীতি ভদ্র ব্যবহার ?
এই কি পৌরুষ তোর পুরুষ হইয়া ?
বাদ্‌শাহী অধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া ?
এই কি কোরাণে তোর লিখেছে ঈশ্বর ?
নিপট লম্পট রীতি কুনীতি আকর ॥
যায় যাক্ ছার প্রাণ, নাহি তাহে ভয়।
দেখি কোন্ সাচ্চা বাচ্ছা পদ্মিনীরে লয় ?
যায় যাক্ রাজ্য ধন, যায় যাক্ দেশ।
যায় যাক্ বংশ ক্ষত্রিকুল হোক্ শেষ ॥
কোন মতে পদ্মিনীরে না পারিবি নিতে।
কার সাধ্য অকলঙ্ক কুলে কালি দিতে ?
আর কি কহিব তোরে ওরে দুষ্টমতি।
তোর চেয়ে ক্ষত্রিনারী হয় বীর্য্যবতী ॥
আমি যদি মরি তবে দেখিস্ তখন।
ভাল শিক্ষা দিবে তারা করি ঘোর রণ ॥
সমরে ত্যজিয়ে প্রাণ যাবে স্বর্গপুর।
তাহাতে হইবে তোর ঘোর দর্প চূর ॥
কুকুর হইয়া কর যজ্ঞঘৃতে আশা ?
অসুরকুলেতে জন্মি সুধার পিপাসা ?
খদ্যোত উদ্যত হয়ে ভানুপ্রভা ধরে।
গোষ্পদ আস্পদ কভু হয় রত্নাকরে ?

দৈত্যদলদলনার্থ দেবীর ছলনা।
বিন্ধ্যাচলে হইলেন নবীনা ললনা॥
দূতমুখে শুনি তাঁর রূপের ব্যাখ্যান।
হরিবারে দৈত্যনাথ হইল অজ্ঞান॥
মরিল সবংশে শেষ চামুণ্ডার করে।
সেইরূপ রে দুরাত্মা যাবি যমঘরে॥
দেবী-অংশে অবতীর্ণা পদ্মিনী আমার।
যবন দানবকুল করিতে সংহার॥”
এইরূপে ভীমসিংহ করিলে উত্তর।
একেবারে ফুলে উঠে দিল্লীর ঈশ্বর॥
সহস্র ভুজঙ্গ যেন শরীর দংশিল।
কিংবা কোটি করবাল হৃদে প্রবেশিল॥
দাবানল প্রজ্বলিত নয়ন-কাননে।
ভয়ানক ভাবোদয় হইল আননে॥
বদনে না স্ফুরে বাক্য ওষ্ঠাধর কাঁপে।
রসনা অনল-শিখা ক্রোধানল তাপে॥
নীরস হইল কণ্ঠ স্বর নাহি সরে।
কটমট বিকট দশনে শব্দ করে॥
ক্ষণ পরে কহে ঘোর গর্ব্বিত বচনে।
“ওরে রাজপুত ভূত বাসনা মরণে॥
তোর কটূত্তরে মোর নাহি কিছু ক্ষতি।
কিন্তু তোর কোনরূপে নাহি অব্যাহতি॥

ভাল কহিলাম দুষ্ট বুঝিলি বিরূপ।
তার ফল হাতে হাতে ফলিবে স্বরূপ॥
আমারে করিলি নিন্দা তাহে নাহি খেদ।
কোরাণের নিন্দা শুনি হয় বক্ষোভেদ॥
সয়তানি বেদমন্ত্র বিনাশিব তূর্ণ।
তোর একলিঙ্গ শিবে করিব রে চূর্ণ॥
গুঁড়া করি ছড়াইব মস্‌জিদের দ্বারে।
দেখিব শয়তানবাচ্ছা কি করিতে পারে॥
এই ক্ষণে মম বাক্য শুন সর্ব্বজন।
এখনি দুষ্টেরে লয়ে করহ বন্ধন॥
পদ্মিনী না আসে যদি সপ্তাহ ভিতরে।
নিশ্চয় ইহার প্রাণ লইব সত্বরে॥
সত্য সত্য কোরাণ পরশি দিব্য করি।
ভূমিসাৎ ক'রে যাব চিতোর নগরী॥
হিন্দু দেব দেবী আর হিন্দু নারীগণ।
ভ্রষ্ট করিবেক মম ক্রোধ-হুতাশন॥"
আজ্ঞামাত্র প্রহরী পবনবেগে ধায়।
লৌহ-নিগড়েতে বদ্ধ করিল রাজায়॥
বেঁধে লয়ে কারাগারে করিল আটক।
শূকর-শালায় যথা পতিত হাটক॥
দণ্ডে দণ্ডে দণ্ডধর করে দণ্ডাঘাত।
বহিয়া কোমল তনু হয় রক্তপাত॥

ধূলায় ধূসর দেহ রুধিরাক্ত তায়।
ভস্মে আচ্ছাদিত অগ্নি সম শোভা পায়॥
মধ্যে মধ্যে ভস্ম ভেদি প্রকাশিত ছটা।
ভস্মে কি ঢাকিতে পারে অনলের ঘটা?
এখানে সংবাদ যায় চিতোরের গড়ে।
শুনি কথা স্বর্ণলতা আছাড়িয়া পড়ে॥

রাণীর আর্ত্তনাদ

"কোথা হে প্রাণের পতি, রহিলে এখন?
কি হবে আমার গতি, কে করে রক্ষণ?
কি হেতু বিপক্ষ-পুরে, করিলে গমন?
কেন দেখালে মুকুরে, দাসীর বদন?
তোমার কি দোষ নাথ, ছিল না মনন।
আমা হতে এ উৎপাত, হইল ঘটন॥
কেন কহিলাম হায়! এমন বচন?
দর্পণে আমায় রায়, দেখুক দুর্জ্জন॥
ধর্ম্মভয়হীন হেন, পাপিষ্ঠ যবন।
তাহারে বিশ্বাস কেন, করিলে রাজন?
ভাল গেলে করিবারে, শিষ্ট আলাপন।
বদ্ধ হলে কারাগারে, ওহে প্রাণধন॥

মনে হয় চিতানলে, ত্যজিতে জীবন।
নিবাইতে চিন্তানলে, পারে কি দহন ?
প্রাণ ত্যজিয়াছে দাসী, করিলে শ্রবণ।
তখনি হয়ে উদাসী, ত্যজিবে জীবন ॥
তোমার এ দুঃখ ভাবি, স্থির নহে মন।
মরণে অনিচ্ছা ভাবি, করিয়ে স্মরণ ॥
কি করিব কোথা যাব, চিন্তা অনুক্ষণ।
কেমনে নিস্তার পাব, না দেখি লক্ষণ ॥
তোমা ভিন্ন শূন্যময়, নিরখি ভুবন।
তমোপূর্ণ সমুদয়, তুমি হে তপন ॥
এসো নাথ অন্ধকার, হয়েছে লোচন।
দীপ্তিহীন হে আমার, হয়েছে লোচন ॥”
এইরূপে রাজদারা, করেন রোদন।
অবিরত অশ্রুধারা, বরিষে নয়ন ॥
দীর্ঘশ্বাস সমীরণ, ঘন প্রবহণ।
শিরে করাঘাত স্বন, বজ্র বিঘোষণ ॥
ললাটেতে বার বার, প্রহারে কঙ্কণ।
রণৎকার ধ্বনি তার, শব্দ ঝন ঝন ॥
তাহে রুধিরের ধার, হতেছে পতন।
যেন বিজলীর হার, দেয় দরশন ॥
আলুলিত চারু বেণী, কবরী-বন্ধন।
কিবা ঘন ঘন শ্রেণী, ছাইল গগন ॥

কভু যেন পাগলিনী, করেন ভ্রমণ।
যথা ভ্রমে কুরঙ্গিণী, দাবদগ্ধ বন॥
ধূলায় ধূসর তনু, নিন্দিয়া কাঞ্চন।
প্রভাতকালের ভানু, মেঘে আচ্ছাদন॥
পরিপূর্ণ শোক-স্বরে, নৃপ-নিকেতন।
চারি দিকে খেদ করে, সহচরীগণ॥

ধৈর্য্য ধারণ

ধীরা ধর্ম্মবতী যেই, তাহার লক্ষণ এই,
ধৈর্য্য ধরে বিপদসময়।
পদ্মিনী সুধীরা সতী, নিরুপমা গুণবতী,
হইলেন সুস্থির-হৃদয়॥
রাজার বিপদ শুনি, অন্তরে প্রমাদ গুণি,
কিছু কাল শোকাচ্ছন্নমনা।
নীরদ বিগতে রবি, যেরূপ প্রখর ছবি,
সেইরূপ নৃপতি-ললনা॥
বিষাদ-বারিদরাশি, হৃদয় ঘেরিল আসি,
ঘনাচ্ছন্ন মানস তপন।
অশ্রুপথে হলে বৃষ্টি, হৃদয়ে সাহস সৃষ্টি,
আর ভানু থাকে কি গোপন?

ক্ষত্রিয়কুলজা বালা, মানমদে মাতয়ালা,
উগ্রতর মনোবৃত্তিচয়।
বারেক ভাবেন মনে, "সঙ্গে লয়ে সেনাগণে,
রণক্ষেত্রে হইব উদয়॥
করি শত্রুজীবনান্ত, উদ্ধারিব প্রাণকান্ত,
ক্ষত্রকুলে রাখিব মহিমা।
যথা রঘুপতি-প্রিয়া, শতস্কন্ধে বিনাশিয়া,
প্রকাশিলা অসীমা গরিমা॥"
আবার ভাবেন রাণী, "কিবা হয় নাহি জানি,
কপালেতে কি আছে লিখন?
যবনে বিশ্বাস নাই, যাহা ভাবি ঘটে তাই,
পাছে ভূপ হারান জীবন॥
পরিহরি কুললজ্জা, ধরিব সমরসজ্জা,
ইহা শুনি শত্রু দুরাশয়।
ক্রোধভরে মত্ত হয়ে, যদি প্রাণনাথে লয়ে,
বধে প্রাণ নিদয়-হৃদয়॥
এ সংবাদে হয়ে ক্ষুণ্ণ, আমি হব শক্তি-শূন্য,
ভয়ে পলাইবে সেনাকুল।
পড়িব যবন হাতে, দুই কুল যাবে তাতে,
কুরব রৌরবে রবে কুল॥
অতএব ছলক্রমে, উদ্ধারিয়ে প্রিয়তমে,
পরে বৈরিবিনাশ মন্ত্রণা।

যেমন দেখিছে রঙ্গ, হয় শত্রু ছত্রভঙ্গ,
তবে ঘুচে মনের যন্ত্রণা॥"
এরূপে প্রবোধ ধরি, বার দিয়ে কৃশোদরী,
বসিলেন বাহির দেওয়ানে।
উদ্দেশিয়া দিল্লীশ্বরে, লিপিকরে লিপি করে,
মন্ত্রিগণ আদেশ প্রমাণে॥
"পতি বিনা হীনগতি, শ্রীমতী পদ্মিনী সতী,
হইবেন আজ্ঞাধীন তব।
যাবেন তোমার কাছে, একমাত্র পণ আছে,
যেন তাঁর থাকে হে গৌরব॥
ক্ষত্রিমাঝে শ্রেষ্ঠ কুল, সম্মানেতে নাহি তুল,
হিন্দুরাজচক্রবর্ত্তী পতি।
রূপসীর অগ্রগণ্য, তাঁর সম নাহি অন্য,
সবে কহে নিরুপমা সতী॥
অতএব হে তাঁহার, মান ভিন্ন ভিক্ষা আর,
নাহি কিছু তোমার নিকটে।
যাইবেন তব ঘরে, যথাযোগ্য আড়ম্বরে,
হীন বলি কলঙ্ক না রটে॥
তাঁহার সহস্র দাসী, সঙ্গে যেতে অভিলাষী,
যাবে সবে শিবিকারোহণে।
আগে যথা নরপতি, তথা করিবেন গতি,
প্রণতি করিতে শ্রীচরণে॥

একেবারে ত্যজি পতি, বিদায় লয়েন সতী,
দেখা শুনো জনমের মত।
এইমাত্র নিবেদন, রাখ যদি হে রাজন,
হইবেন তব অনুগত ॥”

শিবিরে গমন

পদ্মিনীর পত্র পড়ি দিল্লীর ঈশ্বর।
মহাসুখ মানি মনে অস্থির অন্তর ॥
ভাবে “নাকি হেন দিন হইবে আমার।
অতুলনা ললনার হব প্রেমাধার ?
মম প্রেম-সরোবরে পদ্মিনী ভাসিবে।
নয়ন-তপন-করে হাস্য প্রকাশিবে ॥
জীবন সার্থক হয় হেরিলে যাহারে।
রাজপাটে পাটরাণী করিব তাহারে ॥
দর্পণে হেরিয়ে যারে অস্থির হৃদয়।
প্রত্যক্ষ করিব তারে এ কি ভাগ্যোদয় ?
ভীমসিংহে বাড়াইব ভারত ভিতর।
প্রধান হইবে সেই সবার উপর ॥”
এত ভাবি চলে শাহ হেরিতে রাজারে।
যথা ভীম বন্দী প্রায় বদ্ধ কারাগারে ॥

শাহ বলে, "ওহে রায় বৃথা ভাব আর।
ক্ষমা কর, পরিহর মনোদুঃখভার॥
যে পদ্মিনী হেতু আমি ত্যজি দিল্লীপুর।
আপনি সংগ্রামে রত আসি এত দূর॥
যে পদ্মিনী হেতু কত শত জীব হত।
যে পদ্মিনী হেতু তুমি দুঃখ পাও কত॥
যে পদ্মিনী রূপে গুণে ধন্যা মহীতলে।
যে পদ্মিনী পতিব্রতা সতী সবে বলে॥
সেই সে পদ্মিনী দেখ লিখেছে আমায়।
ভজিবে আমায় রায়, ত্যজিবে তোমায়॥
অতএব কেন সহ যাতনা কঠোর?
যার জন্যে চুরি কর সেই বলে চোর॥
অবলা তরল তৃণ তরঙ্গের প্রায়।
যে দিকে বাতাস বহে সেই দিকে ধায়॥
এই দেখ পদ্মিনীর স্বাক্ষর সুন্দর।
এই দেখ পত্রপৃষ্ঠে রঞ্জিত মোহর॥"
প্রথমতঃ হেঁটমুখে ছিলেন ভূপতি।
উপহাস ভাবি মুখে না ছিল ভারতী॥
কিন্তু শেষ শুনি শব্দ স্বাক্ষর মোহর।
পত্র প্রতি কটাক্ষ করেন নৃপবর॥
দেখা মাত্র স্বাক্ষর হলেন জ্ঞানহত।
নয়নে বিঁধিল যেন শূল শত শত॥

ধরাপতি ধরাশায়ী ছট্‌ফট্ প্রাণ।
হাস্যমুখে বাদশাহ করিল প্রস্থান॥
যথা মায়া-জায়া হত্যা দেখি রঘুবর।
মায়ামুগ্ধ হয়ে পড়িলেন ধরাপর॥
নিরখিয়া নিশাচরে আনন্দ অপার।
আনন্দ মঙ্গল-বাদ্য করে বার বার॥
সেইরূপ আলাদ্দীন আহ্লাদে অস্থির।
ললিতাঙ্গী-লাভ-ভাবে লোমাঞ্চ শরীর॥
নিজ হস্তে পদ্মিনীর লিখে পত্রোত্তর।
"ধরণী-ঈশ্বরী-পদে প্রণাম বিস্তর॥
দয়া দানে দাস প্রতি দিয়াছ যে আশা।
তাহে মাত্র মম প্রাণ বিহঙ্গের বাসা॥
আমি তব আজ্ঞাধীন জান হে নিশ্চয়।
কি সাধ্য করিব তব আজ্ঞা বিপর্য্যয়॥
এ দীন সেবক তব তুমি হে ঈশ্বরী।
তব মান বাড়াইব কি সাধ্য সুন্দরী?"
এইরূপে পত্র লিখি পাঠাইল শাহ।
পাঠ করি পদ্মিনীর বাড়িল উৎসাহ॥
প্রাণনাথে উদ্ধার করিব শত্রুহাতে।
আর না বিচ্ছেদ হবে এবার সাক্ষাতে॥
এত ভাবি পুনর্ব্বার বার দিয়ে রাণী।
ডাক দিয়ে আনিলেন প্রধান সেনানী॥

গোপনেতে পরামর্শ করিলেন স্থির।
দাসীরূপে সাজিবেক যত সব বীর॥
শিবিকারোহণে যাবে প্রচ্ছন্ন হইয়া।
পদাতিকগণে যাবে শিবিকা লইয়া॥
প্রতি যানে অস্ত্রশস্ত্র থাকিবে প্রচুর।
সময়েতে শূরত্ব দেখাবে যত শূর॥

সিংহের পরিত্রাণ

হেথা ভীমসিংহ রায় দেখিয়া স্বাক্ষর।
কিছু কাল মূর্চ্ছিত ছিলেন মহীপর॥
মোহভঙ্গে পুনর্ব্বার বাড়িল যাতনা।
চক্ষে অশ্রু সহ শোভে ক্রোধ-অগ্নিকণা॥
এ কি বিপরীত ভাব জলে অগ্নি জ্বলে।
কবি কহে বিজলী চমকে মেঘদলে॥
মোহ-মেঘে ক্রোধ সৌদামিনী দেয় দেখা।
সেই হেতু জলে জ্বলে অনলের রেখা॥
ভাবে রায় "হায় হায় কি করি উপায়।
পদ্মিনী অসতী হয়ে বঞ্চিল আমায়॥
এত দিনে শাস্ত্র মিথ্যা হইল নিশ্চয়।
অবলা সরলা জাতি কোন্ মূঢ় কয়?

প্রতারিতে আমারে তাহার ছিল মনে।
সেই হেতু বলেছিল দেখাতে দর্পণে॥
ধিক্ ধিক্ পদ্মিনী ধরিলি মিছে নাম।
কাল-নিশাচরী সম দেখি তোর কাম॥
কঠিন হৃদয় তোর কঠোর পাষাণ।
তোর মায়া রাক্ষসীর মায়ার সমান॥
তোর চেয়ে নিশাচরী রাখে ধর্ম্মভয়।
হিড়িম্বার পতিভক্তি-কথা সুধাময়॥
তুই লো নিদয়া অতি শূর্পণখা সমা।
মায়ায় মোহিয়ে মন ছিলে মনোরমা॥”
পুনর্ব্বার ভাবে মনে “এমন কি হয়।
আমারে বঞ্চিয়ে যাবে যবন-নিলয়?
কোন্ দোষে দোষী আমি তাহার নিকটে।
কভু নাহি অপরাধী প্রকাশ্য কপটে॥
লিখেছে প্রথমে আসি দেখিবে আমায়।
জনমের মত তাহে লইবে বিদায়॥
এ কথার ভাব কিছু বুঝিতে না পারি।
কেন বা আসিবে আর যদি হবে তারি?
বুঝি বুদ্ধি করি মম মনোবেদনায়।
একেবারে জ্ঞানশূন্য করিবারে চায়॥
আমারে করিয়ে ক্ষিপ্ত, লিপ্ত হবে সুখে।
ক্ষণমাত্র তাপিত না হবে মনোদুঃখে॥

এমন কি হবে কভু তার অভিপ্রায় ?
তবে কেন লিখিয়াছে লইবে বিদায় ॥
বিশেষতঃ লিখিয়াছে করি আবিষ্কার।
সঙ্গেতে সহস্র দাসী আসিবে তাহার ॥
জনেক কি সাধু নাই তাহার ভিতর ?
একেবারে ধর্ম্ম কি হয়েছে দেশান্তর ?
অবশ্য ইহার আছে গূঢ় অভিপ্রায়।
মম ত্রাণ হেতু কোন করেছে উপায় ॥
যে হোক্ রহিল প্রাণ এই প্রতিজ্ঞায়।
পদ্মিনী আসিবে যবে লইতে বিদায় ॥
ধরিয়ে রাখিব দিয়ে দৃঢ় আলিঙ্গন।
কোন মতে ছাড়িব না থাকিতে জীবন ॥
তাহে যদি প্রাণ যায় কিবা দুঃখ তায় ?
জীবন ত্যজিব নিজ রমণীর দায় ॥
করিব আপন কর্ম্ম যথাধর্ম্ম-নীতি।
সে ভুগিবে যোগ্য ফল যার যে প্রকৃতি ॥"
এখানে পদ্মিনী সতী অন্তরে বিচারি।
ধরিলেক সামরিক বেশ মনোহারী ॥
দুই স্কন্ধে প্রলম্বিত যুগ্ম শরাসন।
কটিতটে খর করবাল সুশোভন ॥
করে ধরিলেন শূল অতি খরশাণ।
পৃষ্ঠে বাঁধা অসি চর্ম্ম, বর্ম্ম পরিধান ॥

ধরণী-চুম্বিত চারু বেণী চিকণিয়া।
বিচিত্র কিরীটে বদ্ধ করে বিনাইয়া॥
হইল অপূর্ব্ব শোভা কি কব বিশেষ।
যেন জগদ্ধাত্রী দেবী সমরে প্রবেশ॥
ধন্য রাজপুত্র-দেশ বীরত্ব-আশ্রম!
ধন্য ধন্য রাজপুত্র-বংশ পরাক্রম!
যেই বংশে অবতীর্ণ বীর-প্রসূ সবে।
ধর্ম্ম অনুরাগে মাতে সমর আসবে॥
দূরে ফেলি বেশভূষা গন্ধ বিলেপন।
দূরে ফেলি বীণার বাদন-বিনোদন॥
লাজ ভয় পরিহরি ধরি প্রহরণ।
আরোহি তুরঙ্গোপরি করে ঘোর রণ॥
বীণার বাদন চেয়ে তাদের নিকটে।
রণবাদ্য সে সময় আনন্দ প্রকটে॥
স্বভাবত যাহাদের সদা ভীত মন।
ভীরু কুরঙ্গের তুল্য যুগল নয়ন॥
কুসুম-চয়নে যারা শ্রান্তিমতী হয়।
কোমলা অবলা বলি যাহাদের কয়॥
হেন সুকুমারী নারী রণ-রঙ্গে ধায়।
অক্ষয় বংশের ধর্ম্ম, কিছুতে কি যায়?
ধন্য রাজপুত্র-দারা সাহস সুন্দর!
কত পুরাবৃত্তে তার ব্যাখ্যা মনোহর॥

দেখে যদি সেনাপতি স্বীয় প্রাণেশ্বর।
সমরে শত্রুর করে ত্যজে কলেবর॥
সে সময়ে অশ্রুজল না করে মোক্ষণ।
পতি-পদ ধরি করে সেনার চালন॥
যদি কেহ পলায় নিস্তার নাহি তার।
দলে বলে গিয়ে করে শত্রুর সংহার॥
পতি-ঋণ-পরিশোধ-করণতৎপর।
রাজপুতনারী তুল্য কে আছে অপর?

এইরূপে পদ্মিনী প্রাণেশ-পরিত্রাণে।
চলিলেন শত্রুর শিবির-সন্নিধানে॥
আজ্ঞা পেয়ে নারীবেশ ধরে সেনাগণ।
পুষ্প-কোলে লুকাইল বরটা যেমন॥
ভিতরে কবচ আঁটা উপরে ঘাঘরা।
উড়ানীতে ঢাকে মুখ বীর-চিহ্ন-ভরা॥
রমণী পুরুষ সাজে, পুরুষ রমণী।
যাহার কৌশল, ধন্য ধন্য সেই ধনী!
শুভ ক্ষণে করে রাণী শিবিকারোহণ।
চারি দিকে ছদ্মবেশে যত সেনাগণ॥
পদ্মিনীর আগমন-সংবাদ পাইয়া।
অতি সুখী দিল্লীপতি, দুরু দুরু হিয়া॥
শিবিরে দিতেছে ঢেঁড়ি, যত সৈন্যদলে।
"আজি সবে রত হও আনন্দ-মঙ্গলে॥

পাঠাও নিশান ডঙ্কা পদ্মিনী-সম্ভ্রমে।
ত্রুটি মাত্র যেন নাহি হয় কোন ক্রমে॥
রচহ বিবিধ ফুলে ফাটক সুন্দর।
ছিটাও সকল পথে গোলাব আতর॥
করহ আতসবাজী অশেষ প্রকার।
নৃত্য গীত বাদ্যভাণ্ড যা ইচ্ছা যাহার॥"
এরূপে পদ্মিনী-মন মোহিবারে শাহ।
সেনার সাগরে তোলে আনন্দ-প্রবাহ॥
হেন কালে মহিষী আসিয়ে উপনীত।
চারি দিকে সহস্র শিবিকা সুবেষ্টিত॥
প্রহরী সকলে গেল নৃপে পরিহরি।
পতি-কারাগারে ধীরে প্রবেশে সুন্দরী॥
দেখি ভীম, ভীমবেশে ভামিনী রমণী।
হইলেন একেবারে বিস্মিত অমনি॥
ভাবিছেন "কি ভাব প্রভাব পদ্মিনীর।
বীরবেশে ঢাকি কেন কোমল শরীর?
নিশ্চয় এসেছে মম উদ্ধার কারণ।
আমি তারে বৃথা নিন্দিলাম এত ক্ষণ॥"
এইরূপ নব ভাব মানসে উদয়।
পূর্ব্ব-প্রতিকূল ভাব পাইল বিলয়॥
প্রণত পদ্মিনী সতী পতির চরণে।
গলিত সহস্র ধারা রাজার নয়নে॥

সাদরে লইয়ে কোলে মৃগলোচনায়।
তুষিছেন কত মত মধুর কথায়॥
রাণী কন "হে রাজন্ নাই হে সময়।
এ স্থানে তিলেক আর বিলম্ব না সয়॥
অনুরাগ সোহাগ সময়ে ভাল লাগে।
চল নাথ শত্রু-হস্তে মুক্ত করি আগে॥"
এত বলি চারুনেত্রা পতি-কর ধরি।
বেগে ধান শত্রুর শিবির পরিহরি॥
অদূরেতে সুসজ্জিত ছিল দুই হয়।
দম্পতি উঠেন তায় অভয় হৃদয়॥
খরতর তুরঙ্গ ছুটিল তীরপ্রায়।
পবনেরে উপহাস করি কিবা ধায়॥
যেই অশ্বে ছিলেন ভূপতি গুণধাম।
বিখ্যাত কেশর-কেলি সে অশ্বের নাম॥
পলকেতে পয়স্বিনী-পারে যেতে পারে।
কলিত কেশর চারু চামর আকারে॥
পদ্মিনীর প্রিয় হয় শ্রীপঞ্চ-কল্যাণ*।
বাজীর সমাজে সেই প্রধান শ্রীমান্॥

* যে অশ্বের পাদ-চতুষ্টয় এবং নাসিকোর্দ্ধভাগ শ্বেতবর্ণ হয়, তাহার নাম পঞ্চ-কল্যাণ; সেই অশ্ব এতদ্দেশীয় তুরঙ্গ-পরীক্ষকদিগের মতে অতি-সুলক্ষণাক্রান্ত।

অসিত বরণ যেন দলিত অঞ্জন।
কিবা অপরূপ গতি নয়ন-রঞ্জন॥
চলিল যুগল অশ্ব দম্পতি লইয়া।
প্রভু-পরিত্রাণ হেতু প্রফুল্ল হইয়া॥
মধ্য দিয়া যায় ঘোড়া, তুই পাশে যান।
শক্রর শিবিরে কেহ না পায় সন্ধান॥
চপলার প্রায় তেজে প্রবেশে নগরী।
পতি সহ পুরী প্রাপ্ত পদ্মিনী সুন্দরী॥
রাজগৃহে হয় নানা মঙ্গলাচরণ।
প্রেরিত প্রমথনাথে পূজা আয়োজন॥
"হর হর হর*" শব্দে পূরিল গগন।
গোধন কাঞ্চন দান লভে দ্বিজগণ॥
সজ্জিত সকল সৈন্য কত মত সাজে।
ত্রিপোলিয়া দ্বারোপরি নওবত বাজে॥
হেথা পাঠানের পতি কাল গৌণ পরে।
সন্দেহ উদয়ে, হয়ে অস্থির অন্তরে॥
চঞ্চল চরণে চলে রাজা ছিল যথা।
দেখে শূন্যময় গেহ, কেহ নাই তথা॥
একেবারে উন্মত্ত হইল নরবর।
ফেন-লালাবৃত মুখ, চক্ষে বৈশ্বানর॥

* রাজপুতদিগের যুদ্ধনাদ।

যথা অহি-বিবরে করিলে দণ্ডাঘাত।
গরজিয়ে বিষধর উঠে তৎক্ষণাৎ॥
অথবা মৃগেন্দ্র, মৃগ করিয়া নিপাত।
আহারের কালে যদি হারায় দৈবাৎ॥
সেইরূপ ক্রুদ্ধচিত্ত দিল্লীর ঈশ্বর।
থর থর কাঁপিতে লাগিল কলেবর॥
ঘোর নাদে কহিতেছে "শুন সৈন্যগণ।
আসিয়াছে পদ্মিনীর দাসী যত জন॥
সকলের জাতি মার যথা স্বেচ্ছাচার।
পিছে সমুচিত ফল লইব ইহার॥"
আজ্ঞামাত্র সেনাকুলে আনন্দ বিপুল।
সঙ্গিনী-কুলের কুল খাইতে আকুল॥
কবি কহে এ ত নহে, নারিকেলী কুল।
কুলের পাতায় ঢাকা কণ্টকের কুল॥
যেমন যবন খুলে শিবিকার দ্বার।
অমনি গরজি উঠে ক্ষত্রিয় হাজার॥
মুখ-মধু-আশে কেহ শিবিকায় ঢুকে।
ছদ্মবেশী দাসী তার গুলি মারে বুকে॥
কেহ আলিঙ্গন-সুখ অন্বেষণ করে।
খর তরবার-চোটে নিমিষেকে মরে॥
কেহ বা ঘোমটা খুলে নিরখিতে মুখ।
যেমন ফিরিয়া যায় হইয়া বিমুখ॥

অমনি পড়িল গাঁথা বল্লমের ফলে।
বাধিল বিষম যুদ্ধ দুই শত্রুদলে॥

ঘোরতর যুদ্ধ

রণভূমে মহাধুমে উড়িল পতাকা।
লোহিত ফলকে তার ভানু-মূর্ত্তি আঁকা॥
নিরন্তর প্রিয়তর রাজন্যের ঠাঁই।
প্রাণপণে সযতনে রক্ষা করে তাই॥
অকাতরে শত্রু-করে দিবে প্রাণ দান।
তথাপিও না ছাড়িবে বংশের নিশান॥
ঘেরি তায় দাঁড়াইল যত বীরবর।
কল্পতরু বেড়ি যথা অমর-নিকর॥
দাড়িম্বী কুসুম-নিভ, অতি সুমধুরা।
এক পাত্রে, পাত্রভেদে ফিরিতেছে সুরা॥
পানমাত্র ফুল্লগাত্র নব ভাবে টলে।
এমনি আশ্চর্য্য ফল সুধাস্বাদে ফলে॥
মানসে ধিয়ায় সবে রণক্ষেত্রে মরি।
পাইবে আনন্দধাম অমর-নগরী॥
সুরনারী বিদ্যাধরী অপ্সরী-নিকর।
স্বর্গদ্বারে প্রতীক্ষা করিছে নিরন্তর॥

প্রতাপী-পুঞ্জের প্রেম প্রাপণ কারণ।
পরিতেছে চারু অঙ্গে নানা আভরণ॥
এ দিকে সমর-সজ্জা হয় মহীতলে।
ও দিকে বাসকসজ্জা অমরী-মণ্ডলে॥

একাবলী।

মুকুট মুড়িছে ধনুক-ধারী।
বেণী বিনাইছে সুরকুমারী॥
বাজে বীরঘণ্টা কিরীট-মূলে।
কবরী কলিত কর্ণিকা-ফুলে॥
লৌহময় জালে মুকুট টেড়া।
মুকুতার হারে কুন্তল বেড়া॥
তরবার শাণে ক্ষত্রিয়গণ।
অমরী নয়নে পরে অঞ্জন॥
গরল বিরাট শর-ফলকে।
তিলক ভাবিনী-ভালে ঝলকে॥
সাঁজোয়া শোভিছে যতেক শূরে।
কাঁচলী কষণ অমরপুরে॥
হেথা রাজপুত ঝাঁপিছে ঢাল।
হোথায় উন্নত কুচ বিশাল॥
হেথা বাঘ-নখে অঙ্গুলী সাজে।
হোথা মণিময় কঙ্কণ বাজে॥

বীরগণ করে বল্লম ভাঁজে।
বরমালা দেবী-করে বিরাজে॥
রাজন্যের গলে রুদ্রাক্ষ-মালা।
রত্ন-হার পরে অমরবালা॥
ক্ষত্রিয় দিতেছে ধনুকে গুণ।
কামিনী কটাক্ষ-শরে নিপুণ॥
তুরঙ্গ সাজায় ক্ষত্রিয়গণ।
অপ্সরী করিছে রথ শোভন॥
আসিবে তাহাতে শূরেন্দ্রদল।
সুরেন্দ্র-ভবন হবে উজ্জ্বল॥
এইরূপ ধ্যান ধরি মানসে।
সমরে সকলে যায় সাহসে॥
ধন্য রে ধরমে রতি অপার!
তা ভিন্ন এ ভবে আছে কি আর?

ভুজঙ্গপ্রয়াত।

মহা ঘোর যুদ্ধে মুসল্মান মাতে।
দিবা-রাত্রভেদে ক্ষমা নাহি তাতে॥
সহস্রেক যোদ্ধা চিতোরেশ পক্ষে।
বিপক্ষের পক্ষে যুঝে লক্ষ লক্ষে॥
বহে রক্তধারা বুঁদেলা শরীরে।
হয় স্নাত সেনা ঘন স্বেদনীরে॥

গুড়ুম গুম্ গুড়ুম গুম্ মহাশব্দ তোপে।
পড়ে সৈন্যঠাটে তরবার কোপে॥
গুলী-পূর্ণ বন্দুক সঙ্গীন ঝাঁকে।
হুড়ুদ্দুড়ু হুড়ুদ্দুড়ু হুড়মুড় হাঁকে॥
করে বাদ্য নানা শিঙ্গা ঢোল ঢাকে।
রণক্ষেত্র-ধূলা রবের্লোক ঢাকে॥
শনন্ শন্ শনন্ শন্ গুলীবৃন্দ ছোটে।
সিপাহীর বক্ষে শিলাবৃষ্টি ফোটে॥
মহা চণ্ড গোলা সদা ধায় বেগে।
প্রহারের চোটে সবে যায় ভেগে॥
ছুটে মাতোয়ালা করিযুথ রেগে।
চলে তার ঊর্দ্ধে বৃহত্তোপ দেগে॥
তুরঙ্গে তুরঙ্গী করে ঘোর যুদ্ধ।
সহাস্বামি ধূমে হলো দৃষ্টি রুদ্ধ॥
ধরা স্তব্ধে শব্দে মরে জীব তাহে।
নদী-বেগ বর্দ্ধিষ্ণু রক্ত-প্রবাহে॥
শবস্তূপ-পার্শ্বে শবাহারি-সঙ্ঘ।
মহানন্দ লাভে করে রঙ্গভঙ্গ॥
কুতঃ ফেরুপালে, পিয়ে রক্ত-ধারা।
অপর্য্যাপ্ত ভোজ্যে মনস্তৃপ্ত তারা॥
চিতোরের সেনা যুঝে বিক্রমেতে।
জনাভাব হেতু প্রভীত ক্রমেতে॥

বাদশাহের সমর-বিজয়

বল বল বলে ধরাতলে,
লোকবল বল মাত্র ফলে।
সেই বলে যেই বলী, বলবান্ তারে বলি,
যদি বল প্রকাশে কৌশলে॥
ধৈর্য্য বীর্য্য সাহস সম্বল,
কি করিবে শুদ্ধ এ সকল?
কত ক্ষণ থাকে ধৈর্য্য, কত ক্ষণ বীর্য্য স্থৈর্য্য,
কত ক্ষণ শরীরের বল?
বলাধান প্রধান মাতঙ্গ,
তৃণদল বাঁধে তার অঙ্গ।
সুরাসুর একমতে, মন্দরে সাগর মথে,
রজ্জু যাহে বাসুকি ভুজঙ্গ॥
একতায় হিন্দু-রাজগণ,
সুখেতে ছিলেন অনুক্ষণ।
সে ভাব থাকিত যদি, পার হয়ে সিন্ধু নদী,
আসিতে কি পারিত যবন?
এখানেতে দিল্লীর সম্রাট,
সঙ্গে অগণিত সৈন্যঠাট।
যেন পঙ্গপালদল, ছাইল সকল স্থল,
কিবা মাঠ, কিবা ঘাট বাট॥

রাজপুত-সেনানী হাজার,
পদাতিক চারি গুণ তার।
শত্রুসংখ্যা অগণন, তাহাতে সম্মুখ-রণ,
কত ক্ষণ করিবেক আর?
অরুণ-উদয়ে তারাগণ,
একে একে অদৃশ্য যেমন।
সেরূপ ক্ষত্রিয়গণে, যুদ্ধ করি প্রাণপণে,
ক্রমে ক্রমে পাইল পতন॥
বিক্রমেতে এক এক বীর,
কত শত কাটি শত্রুশির।
শরাঘাতে জরজর, শক্তিশূন্য কলেবর,
পরিশেষে পতিত শরীর॥
চিতোরের সেনানী প্রধান,
গোরা নামে খ্যাত মতিমান।
বিনাশি সহস্র অরি, খর শর-শয্যা করি,
ভীষ্ম প্রায় ত্যজিলেন প্রাণ॥
তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র গুণধর,
দ্বাদশবর্ষীয় বীরবর।
বাদল তাহার নাম, বীরত্ব ধীরত্ব ধাম,
যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর॥
চপলার প্রায় যথা তথা,
অতি বেগে ধায় মহারথা।

যেন প্রলয়ের ঝড়ে, অসংখ্য যবন পড়ে,
বিক্রমের কি কহিব কথা ?
সঙ্গে মাত্র নাহি সহচর,
সমর করিছে একেশ্বর।
নাহি স্থান নিরূপণ, বরিষয়ে প্রহরণ,
যথা দেখে যবন-নিকর ॥
নব অনুরাগের অনল,
প্রজ্বলিত মানস-কমল।
তুরঙ্গে ত্বরিত ছোটে, খর শর অঙ্গে ফোটে,
নহে মাত্র তাহাতে বিকল ॥
হেরি দিল্লীপতি ক্রোধে জ্বলে,
উপনীত হয়ে রণস্থলে।
মুখে শব্দ "মার মার," বাদলের চারি ধার,
ঘেরিল অগণ্য সৈন্যদলে ॥
যথা ব্যূহ রচি সপ্ত রথী,
অভিমন্যে বদ্ধ করে তথি।
সেইরূপ বাদলেরে, ঘেরিলেক কত ফেরে,
রাজপুত্রসেনা সিন্ধু মথি ॥
বাদলের বারিধারা প্রায়,
পড়ে অস্ত্র বাদলের গায়।
বর্ম্মে চর্ম্মে ঠেকে বাণ, হয়ে শত শত খান,
অবিরত পড়িছে ধরায় ॥

হেন কালে নিশা আগমন,
অস্তাচলে চলিল তপন।
তিমিরে পূরিল বিশ্ব, কিছুই না হয় দৃশ্য,
অস্থির হইল সেনাগণ ॥
একে শরাঘাতে হতবল,
তাহে ক্ষুধা তৃষায় চঞ্চল।
সর্ব্বাঙ্গে রুধির ঝরে, ললাটেতে স্বেদ ক্ষরে,
কাতর হইল সৈন্যদল ॥
বীর শিশু সাহসে যুঝিয়া,
উপযুক্ত সময় বুঝিয়া।
জীবনাশা পরিহরি, এক দিক্ লক্ষ্য করি,
আক্রমণ করিল গর্জ্জিয়া ॥
ব্যূহ ভেদ করি শিশু ধায়,
তিমিরে অলক্ষ্য তার কায়।
অতিশয় ক্লান্ত-দেহে, যেমন প্রবেশে গেহে,
মূর্চ্ছাগত অমনি ধরায় ॥
হেরি পুরবাসিনী সকলে,
"হায় কি হইল" সবে বলে।
বাদলের মাতা আসি, নয়নের জলে ভাসি,
ধূলায় লুটায় সেই স্থলে ॥
কত ক্ষণ গতে এপ্রকারে,
মোহ ত্যাগ করায় তাহারে।

প্রকাশি নয়নাম্বুজ, প্রসারিল দুই ভুজ,
জননীর কোলে যাইবারে ॥
জননী অমনি তায়, মণি প্রাপ্ত ফণী প্রায়,
কোলে লয় চুম্বিয়ে বদনে।
বলে "ওরে বাছাধন, হেরিব ও চন্দ্রানন,
এমন ছিল না আর মনে ॥
হাঁ রে এ কি অসম্ভব, কাল প্রায় শত্রু সব,
তুই অতি বয়সে শৈশব।
কেমনে করিলি রণ ? দুরন্ত যবনগণ,
কালানল প্রায় সে আহব ॥
করী প্রায় তারা বলী, তুই রে কমলকলি,
সুকোমল ননীর পুতলী।
ভাবিয়াছি এত ক্ষণ, বুঝি ওরে বাছাধন,
ফাঁকি দিয়ে গিয়াছ রে চলি ॥
শর বিদ্ধ দেহময়, ইহা কি রে প্রাণে সয় ?
রুধির বহিছে ধীরে ধীরে।
বিধি কি পাষাণ দিয়ে, গঠিল যবন-হিয়ে ?
ধিক্ ধিক্ ধিক্ যত বীরে ॥"
প্রবোধিয়ে জননীরে, কহিছে বালক ধীরে,
"তব গর্ভে জন্মেছি যখন।
বিধাতা আমার ভালে, লিখিয়াছে সেই কালে,
আমার ব্যবসা হবে রণ ॥

ধরাধামে ক্ষত্রিবংশ, শৌর্য্য-বীর্য্য-অবতংস,
তাই প্রিয় জ্ঞান করি তারে।
শত্রু-হস্তে মুক্ত দেশ, যশোলাভ হয় শেষ,
কত গুণ কে কহিতে পারে ?
রণে যেই ত্যজে প্রাণ, ধন্য সেই পুণ্যবান্,
কেবল কৈবল্য তার স্থান।
জীবনে মরণে যশ, পরিপূর্ণ দিগ্ দশ,
কভু তার নাহি অবসান ॥”
এইরূপ আলাপনে, প্রসূতি পুত্রের সনে,
সুখে কাল করেন হরণ।
হেন কালে দ্রুত-গতি, গোরার প্রেয়সী সতী,
তথা আসি দিল দরশন ॥
শ্রাবণের ধারাকারা, নয়নে বহিছে ধারা,
পতির সংবাদ জানিবারে।
বাদলে লইয়ে কোলে, কহিছে মধুর বোলে,
বিম্বাধর চুম্বি বারে বারে ॥
“কহ ওরে বাছাধন, কেমন হইল রণ,
কোথা তোর পিতৃব্য এখন ?
একত্রে দুজনে গেলি, একা ঘরে ফিরে এলি,
তিনি কি রে হলেন নিধন ?”
বাদল কহেন “মাতা, আজ নিদারুণ ধাতা,
চিতোরের সর্ব্বনাশ হেতু।

হরিল সকল গর্ব্ব, ক্ষত্রিকুল হল্যো খর্ব্ব,
ভাঙ্গিয়াছে বীরত্বের সেতু ॥
কিন্তু খুল্লতাত মোর, যেরূপ সংগ্রাম ঘোর,
করিলেন কহিতে ভয়াল।
সেরূপ বীরত্ব আর, ধরাধামে হওয়া ভার,
খ্যাতি তাঁর রবে চিরকাল ॥
আমি শিশু ক্ষুদ্রমতি, রণ-রীতে অজ্ঞ অতি,
কিছু কাল ছিলাম দোসর।
আমার বিপদ দেখি, যুঝিলেন একাএকী,
প্রবেশিয়ে শত্রুর ভিতর ॥
সংগ্রাম হইল ভারি, অসংখ্য বিপক্ষ মারি,
সহস্র আঘাতে জরজর।
শত্রু-শবে শির রাখি, শরজালে অঙ্গ ঢাকি,
কালনিদ্রাগত বীরবর ॥”
পতির নিধনবাক্যে, অশ্রুধারা সরোজাক্ষে,
স্থগিত হইল সেই ক্ষণ।
কাতরা না হয়ে সতী, হৃদয় প্রফুল্ল অতি,
বাদলেরে কহিছে বচন ॥
“কি হেতু বিলম্ব আর? রাখ ধর্ম্ম-ব্যবহার,
শুন ওরে প্রাণের নন্দন।
আমার বিলম্বে পতি, হবেন চঞ্চলমতি,
কর শীঘ্র চিতা আয়োজন ॥

কিরূপে রে যাদুমণি ! সেই বীর-চূড়ামণি,
শত্রু সহ করিলেন রণ ।
এই কথা শুনিবারে, এত ক্ষণ দেহাগারে,
ওরে বাছা রেখেছি জীবন ॥”
এত বলি গৃহে গিয়া, চিতা-সজ্জা সাজাইয়া,
দিবাকরে করিয়ে প্রণতি ।
প্রদক্ষিণ করি চিতা, অনলে যেমন সীতা,
সাহসে প্রবেশে পুণ্যবতী ॥

——

পুনর্যুদ্ধ ও দৈববাণী

যুদ্ধে যুদ্ধে বহুতর, গতপ্রাণ বীরবর,
অগণিত সেনার নিধন ।
ক্ষীণবল দিল্লীপতি, স্বস্থানে করিয়া গতি,
করে পূর্ব্ববৎ আয়োজন ॥
পরিগতে সংবৎসর, করি পূর্ব্ব আড়ম্বর,
পুনঃ প্রবেশিল রাজস্থানে ।
রাজপুত্র বীর যত, সমধিক ভাগ হত,
যুদ্ধ করি বিহিত বিধানে ॥
সে ক্ষতি না হতে পূর্ণ, পুনর্ব্বার আসি তূর্ণ,
শত্রু ঘোর ঘিরিল প্রাচীর ।

হের হে পথিকবর! দক্ষিণ শেখরোপর,
যথায় পরিখা সুগভীর ॥
তথায় বুরুজ ভাঙ্গি, যবন উঠায়ে চাঙ্গী,*
নগরেতে করিল প্রবেশ।
শুনি ভীমসিংহ রায়, দাবদগ্ধ মৃগ প্রায়,
নিরাশায় পূর্ণ বক্ষঃদেশ ॥
শত্রু-সেনা-সিন্ধু মথি, হত যত মহারথী,
মরিল সাহসী সেনাগণ।
অস্থির হলেন নৃপ, অন্তরেতে শোক-দীপ,
খরতর জ্বলে অনুক্ষণ ॥
অবিরত চিন্তানলে, হৃদয়-কানন জ্বলে,
দগ্ধ তাহে মানস কুরঙ্গ।
দিবানিশি সমভাব, প্রসন্নতা তিরোভাব,
দিন দিন বিমলিন অঙ্গ ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা শান্তি, গত সব কত ভ্রান্তি,
হৃদয়ে উদয় প্রতি ক্ষণ।
বসিয়ে বিজন স্থলে, সিক্ত হয়ে অশ্রুজলে,
হেঁট মুখে করেন রোদন ॥
একদা ক্ষণদা গতে, আলস্য নয়নপথে,
করিলে পলক দ্বার রোধ।
দেখিলেন কালীমূর্ত্তি, স্তম্ভ হতে পেয়ে স্ফূর্ত্তি,
কহিছেন বচন সক্রোধ ॥

* স্বর্ণনির্ম্মিত চক্রাকার সজ্জাবিশেষ। ইহা রাজলক্ষণবিশেষ।

"শুন ভীম বাক্য মোর, মঙ্গল হইবে তোর,
যদি ক্ষুধা নিবার আমার।
ক্ষুধায় জ্বলিয়া মরি, দে রে খাদ্য ত্বরা করি,
নর-মেদরক্ত উপহার॥"
রাজা কন "হে চামুণ্ডে! অগণিত সৈন্যমুণ্ডে,
ক্ষুধা শান্তি না হলো তোমার।
আর কি খাইবে কালি? সকলি দিয়াছি ডালি,
রক্ষ রাজ্য হয় ছারখার॥"
দেবী কন "মহাযশ, আছে পুত্র একাদশ,
মম গ্রাসে কর সমর্পণ।
পরিতৃপ্ত হব তায়, তোমার ঘুচিবে দায়,
যদি রাখ আমার বচন॥
তিন দিন পুত্রগণে, বসাইয়া সিংহাসনে,
রাজ্যাস্পদে করিবে বরণ।
ক্রমে একাদশ জন, প্রাণপণে করি রণ,
মম গ্রাসে হইবে পতন॥"
এত বলি অন্তর্হিতা, হইলা অপরাজিতা,
মোহ যায় ভীমসিংহ রায়।
মূর্চ্ছাভঙ্গে ভাবে ভূপ, "এ কি ভয়ঙ্কর রূপ,
এখনো শঙ্কায় কাঁপে কায়॥
এ কি মম কর্ম্ম-ভোগ, জাগ্রতে স্বপন যোগ,
নয়নেতে নাহি নিদ্রালেশ।

মম দুর্গ-অধিষ্ঠাত্রী, সকল মঙ্গলদাত্রী,
দেখা দিল ধরি ভীম বেশ ॥
করেছি কি অপরাধ, পদে পদে কি প্রমাদ,
হায় হায় কি করি উপায় ?
দেবী নিশাচরী প্রায়, পুত্রগণে খেতে চায়,
হায় দুঃখ কহিব কাহায় ॥
সেই নন্দনের লাগি, সংসারেতে অনুরাগী,
হয়ে লোক চাহে ধন জন।
এমন নন্দনগণে, কালীগ্রাসে সমর্পণে,
রাজ্যে মোর কিবা প্রয়োজন ॥”
চিন্তা করি এইরূপ, বাহির দেওয়ানে ভূপ,
বার দিয়ে বসিলেন গিয়া।
পাত্র মিত্র সন্নিধান, কহিলেন মতিমান্,
কালিকার বাক্য বিবরিয়া ॥
শুনিয়ে অমাত্যগণ, করিতেছে নিবেদন,
মনে মনে মানিয়ে বিস্ময়।
“হয় হেন অনুভাব, চণ্ডিকার আবির্ভাব,
প্রকৃত ঘটনা কভু নয় ॥
বিষম বিপদকালে, চিন্তারূপ মেঘজালে,
জড়িত বিজ্ঞান-বিভাকর।
অনাহারে অনিদ্রায়, শরীরের বল যায়,
অচেতন ইন্দ্রিয়-নিকর ॥

জাগ্রতে স্বপ্নের ভোগ, চক্ষে মিথ্যা-দৃষ্টি-যোগ,
শ্রুতি-পথে মিথ্যা স্বর বাদে।
মিথ্যা ভয়ে চিন্তাকুল, বাতুলের সমতুল,
হয়ে লোক কভু হাসে কাঁদে॥
এই হেতু বোধ হয়, বিভীষিকা সত্য নয়,
কালী কেন হইয়া নিদয়া।
কহিবেন হেন বাণী ? যেই বরাভয়পাণি,
তব রাজ্য-পদ্মে পদ্মালয়া॥
তবে সে বিশ্বাস হয়, সভাজন সমুদয়,
সাক্ষাতে প্রত্যক্ষ যদি হন।
থাকিব সকলে সাক্ষ্য, কহিলে দারুণ বাক্য
তবে যথা কর্ত্তব্য সাধন॥”

পুত্রদিগের সহিত পরামর্শ

অমাত্যগণের এই বাক্য পরিশেষে।
দৈববাণী অমনি হইল শূন্যদেশে॥
“ওরে রে পাষণ্ডগণ কর অবিশ্বাস।
এই পাপে চিতোরের হবে সর্ব্বনাশ॥”
শুনিয়ে হইল সবে স্তম্ভিতের প্রায়।
চিত্রপুত্তলিকা মত অচেতনকায়॥

চকিত-স্থগিত-নেত্রে ঊর্দ্ধদিকে চায়।
বিনা মেঘে ঘোর শব্দ শুনিবারে পায়॥
দিবস তিমির-পূর্ণ, রক্তছটা রবি।
ঘন ঘন দেখা দেয় বিজলীর ছবি॥
ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প, চঞ্চল সকল।
যেন ধরা চূর্ণ হয়ে যাবে রসাতল॥
হইল শোণিত-বৃষ্টি, কাঁদে শিবাগণ।
ভাঙ্গিল বিষম ঝড়ে বন উপবন॥
ভয়ে ভীমসিংহ ভূপ ভাবিয়ে ভবানী।
কাতরে কুমারগণে কহিছেন বাণী॥
"আর কেন বিলম্ব, সকলে অস্ত্র ধর।
এ নব বয়সে সব মায়া পরিহর॥
ধন জন যৌবন জীবন পরিবার।
সকলের আশা-সুখ কর পরিহার॥
চল সবে সমর করিব প্রাণপণে।
রাখিব জাতীয় ধর্ম্ম রুধির তর্পণে॥
কুল-ধর্ম্ম রাখিতে জীবন যদি যায়।
জীবনের সার্থকতা, ক্ষতি কিবা তায়?
কুলের কলঙ্ক কে দেখিবে ক্ষত্রি হয়ে?
রাজপুত-সুতা যাবে যবন আলয়ে?
বিশেষে পদ্মিনী সতী প্রেয়সী আমার।
যদিও তোমরা নহ গর্ভজ তাহার॥

তথাপিও সকলে জননী-ভাব ধরি।
সদাকাল সমস্নেহে পালিল সুন্দরী ॥
প্রসূতি সমান ভক্তি করিয়াছ সবে।
এখন করিলে রক্ষা ধন্য বলি তবে ॥"
শুনিয়ে পিতার বাক্য নির্ভয়-হৃদয়।
ধরিল সমর-সজ্জা রাজপুত্রচয় ॥
হায় এ কি পরিতাপ ? এ কি মনঃক্লেশ ?
মৃত্যু-মুখে পুত্রে যেতে পিতার আদেশ ॥
যৌবন-সাহস-বীর্য্য-রূপ-গুণধর।
এক নহে যেন একাদশ দিনকর ॥
এ হেন কুমারচয় মরিবে অকালে।
হায় হায় কি দুর্ভাগ্য তাঁদের কপালে ॥
দুষ্টের অনিষ্ট-চেষ্টা-পূরণ-কারণ।
হেন বীর-রত্ন-চয় পাবে কি নিধন ?
পরম পৌরুষ ধর্ম্ম দেশ-হিতৈষিতা।
ক্ষত্রিয়ের বীর-বৃত্তি চির-প্রশংসিতা ॥
এ সকল সাধু ধর্ম্ম ব্যর্থ যদি হবে।
বিধাতার বিধানেতে ন্যায় কোথা তবে ?
দুষ্ট যবনের পক্ষে অধর্ম্ম কেবল।
মহাপাপ-মেঘমালা মানসে প্রবল ॥
কি কদাশে চিতোরেতে আইল পামর ?
হত যাহে সহস্র সহস্র নারী নর ॥

স্মরিলে সহসা হয় এই প্রশ্নোদয়।
এমন দুরাত্মা লব্ধ হবে কি বিজয় ?
তবে সেই শাস্ত্রবাক্য রহিবে কোথায় ?
"যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" গীতার গাথায় ॥

অরিসিংহের যুদ্ধ

দুর্গের দ্বিতীয় দ্বারে মহীপতি আসি দেন বার।
বসিল ঘেরিয়া তাঁরে তারাকারে এগার কুমার ॥
সেই দিন রাজা তথা পরিহরি ছত্র-সিংহাসনে।
রাজ্য-পাটে যথাবিধি বরিলেন প্রথম নন্দনে ॥
অরিসিংহ নাম তার, অরি পক্ষে সিংহের সমান।
তিন দিন পরে শূর সসৈন্যেতে রণভূমে যান ॥
ঘোরতর রাগ নাগ গরলে অন্তর জরজর।
অদ্ভুত বীরত্ব বীর দেখালেন শত্রুর ভিতর ॥
কোটি কোটি তারা-মাঝে মৃগাঙ্কের প্রভাব যেমন।
অস্থির শত্রুর দল চারি দিকে করে পলায়ন ॥
কিন্তু সে পাঠান-সেনা সীমাহীন সিন্ধুর সমান।
সহস্র সোয়ার মাত্র কুমারের সহিত যোগান ॥
যেন কোটি ক্রৌঞ্চ সহ সহস্র মরাল যুদ্ধ করে।
বিশেষে যবন সৈন্য উঠিয়াছে গড়ের উপরে ॥

যথা শেফালিকা-ফুল বিতরিয়া গন্ধ মনোহর।
প্রভাতে নিস্তেজ হয়ে ঝরি পড়ে ধরণী-উপর॥
সেইরূপ অরিসিংহ যুদ্ধে যুদ্ধে হয়ে বল-হৃত।
অস্ত্রাঘাতে রক্তপাতে অবশেষে জীবন বিগত॥

শেষ সমরে ভীমসিংহের প্রবেশ

সমরে মরিল জ্যেষ্ঠ কুমার সুন্দর।
শুনি নৃপমণি হন অত্যন্ত কাতর॥
কিন্তু বজ্রাঘাতপ্রায় ক্ষণিক সে শোক।
হৃদয়ে উদয় ধৈর্য্যসূর্য্যের আলোক॥
একে ইস্‌লামের প্রতি দ্বেষ ঘোরতর।
তাহাতে স্বদেশ-প্রীতি পূর্ণিত অন্তর॥
তাহে কুল-লজ্জা-রক্ষা রাজকুল-ব্রত।
কোন ক্রমে সে কলঙ্ক না হয় সঙ্গত॥
তাহে ক্ষত্রিয়ের এই ধর্ম্ম চিরন্তন।
সাক্ষাৎ কৈবল্য-দাতা সমরে মরণ॥
বিশেষে আশ্বাস-বারি-ত্যক্ত মনোমীন।
একেবারে জীবনের প্রতি মায়াহীন॥
যেরূপ দীপের আলো ম্লান দিবাভাগে।
সেইরূপ শোক তাপ মনে নাহি লাগে॥

পরদিন পুনঃ রাজা বিহিত আচারে।
রাজ্য-পাটে বরিলেন দ্বিতীয় কুমারে॥
তিন দিন অবসানে পাঠালেন রণে।
মরিল কুমার যুদ্ধ করি প্রাণপণে॥
এইরূপে একে একে দশ পুত্র হত।
ঘোরতর বিগ্রহেতে মাসাধিক গত॥
শ্রীহীন চিতোরপুরে দিনে অন্ধকার।
কেবল বিশ্রুত রমণীর হাহাকার॥
যে ছিল পুরুষ মাত্র রাজ-সন্নিধান।
চিতোর হইল নারী-রাজ্যের সমান॥
একদা বসিয়া ভীমসিংহ দরবারে।
কহিছেন সম্বোধিয়ে যত সরদারে॥
"মরিল সকল পুত্র বাকী মাত্র এক।
করিব তাহারে অদ্য রাজ্যে অভিষেক॥
তারে রাখি রাজ্য-পাটে আমি যাব রণে।
লভিব অক্ষয় স্বর্গ জীবন অর্পণে॥
শত্রু-হস্তে পরিত্রাণ হেতু নারীগণ।
প্রাণত্যাগ করিবেক প্রবেশি দহন॥"
শুনিয়ে অজয়সিংহ পিতার বচন।
করপুটে ভূপতিরে করে নিবেদন॥
"অনুচিত কথা কেন কন মহারাজ?
এবার সমর-সজ্জা সেবকের কাজ॥

এই ত কালীর বাণী আপনার প্রতি।
না দিলে এগারো পুত্র নাহি অব্যাহতি ॥
আপনি যাবেন যদি সাজিয়ে সমরে।
কহ তাত মঙ্গল হইবে কার তরে ॥
কি ছার আমার এই অসার জীবন ?
তব নাশে রাজ্য-আশে করিব বঞ্চন ?
অনুমতি দিন পিতা রণে যাই আমি।
তব কার্য্যে প্রাণ ত্যজি, হই স্বর্গগামী ॥”
শুনিয়ে পুত্রের কথা সজল-নয়নে।
কহিলেন ভীমসিংহ অমিয়-বচনে ॥
“কেন বাপ অযুক্ত কথায় আস্থা রাখ।
প্রবোধ-চন্দনে স্বীয় মন-পুষ্প মাখ ॥
দেখ দেখি বিচারিয়ে মনের ভিতর।
কি আছে মঙ্গল মম ইহার অন্তর ?
মরিল সকল লোক জ্ঞাতি-বন্ধুগণ।
পুত্র হত, পত্নী হত, চ্যুত সিংহাসন ॥
প্রবল বিজয়ী বৈরী ঘোর অত্যাচারী।
সর্ব্বস্বান্ত হয়ে তার কি করিতে পারি ?
অতএব আমার মঙ্গল কোথা আর ?
মরণ মঙ্গল মম এই জ্ঞান সার ॥”
এইরূপে পিতাপুত্রে বাদ অনুবাদ।
উভয়ের মনে, প্রাণ প্রতি অবসাদ ॥

শেষেতে রাজার বাক্য হইল প্রবল।
"সাজ সাজ" শব্দে পূর্ণ আকাশ-মণ্ডল॥

ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি রাজার উৎসাহবাক্য

"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়?
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গ-সুখ তায় হে,
স্বর্গ-সুখ তায়॥
এ কথা যখন হয় মানসে উদয় হে,
মানসে উদয়।
পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয়-তনয় হে,
ক্ষত্রিয়-তনয়॥
তখনি জ্বলিয়ে উঠে হৃদয়-নিলয় হে,
হৃদয়-নিলয়।
নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে,
বিলম্ব কি সয়?

অই শুন! অই শুন! ভেরীর আওয়াজ হে,
ভেরীর আওয়াজ।
সাজ সাজ সাজ বলে সাজ সাজ সাজ হে,
সাজ সাজ সাজ ॥
চল চল চল সবে সমর-সমাজ হে,
সমর-সমাজ।
রাখহ পৈতৃক ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের কাজ হে,
ক্ষত্রিয়ের কাজ ॥
আমাদের মাতৃভূমি রাজপুতনার হে,
রাজপুতনার।
সর্ব্বাঙ্গ বহিয়ে ছুটে রুধিরের ধার হে,
রুধিরের ধার ॥
সার্থক জীবন আর বাহু-বল তার হে,
বাহু-বল তার।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,
দেশের উদ্ধার ॥
কৃতান্ত-কোমল-কোলে আমাদের স্থান হে,
আমাদের স্থান।
এসো তায় সুখে সবে হইব শয়ান হে,
হইব শয়ান ॥
কে বলে শমন-সভা ভয়ের নিধান হে,
ভয়ের নিধান?

ক্ষত্রিয়ের জ্ঞাতি যম*, বেদের বিধান হে,
বেদের বিধান ॥
স্মরহ ইক্ষ্বাকু-বংশে কত বীরগণ হে,
কত বীরগণ।
পরহিতে, দেশহিতে, ত্যজিল জীবন হে,
ত্যজিল জীবন ॥
স্মরহ তাঁদের সব কীর্ত্তি-বিবরণ হে,
কীর্ত্তি-বিবরণ।
বীরত্ব-বিমুখ কোন্ ক্ষত্রিয়-নন্দন হে,
ক্ষত্রিয়-নন্দন ?
অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই হে,
চল ত্বরা যাই।
দেশহিতে মরে যেই, তুল্য তার নাই হে,
তুল্য তার নাই ॥
যদিও যবনে মারি চিতোর না পাই হে,
চিতোর না পাই।
স্বর্গসুখে সুখী হব, এসো সব ভাই হে,
এসো সব ভাই ॥"
শুনিয়ে সাজিল লোক কিবা যুবা শিশু।
যে ছিল নিপুণ চাপে যুড়িবারে ইষু ॥

---

* যম সূর্য্যের পুত্র এবং ক্ষত্রিয়দিগের আদিপুরুষও সূর্য্যপুত্র।

"মার, মার" শব্দ করি সকলে চলিল।
প্রলয়ের কালে যেন সিন্ধু উথলিল ॥
পাবকে পতঙ্গ যথা পড়ে বেগভরে।
ছুটিল তুরঙ্গী সেনা করবাল করে ॥
যেন উৎস বদ্ধ ছিল শেখরগহ্বরে।
পর্ব্বতের বক্ষ ভেদি ধাইল সত্বরে ॥
উড়ে পর শুভ্রতর টোপর উপর।
স্রোতোমুখে ফেনরাশি যেন অগ্রসর ॥
কভু ঊর্দ্ধে কভু নীচে হয়-চয় ধায়।
তরল তরঙ্গ-রঙ্গ শোভা হৈল তায় ॥
কোষমুক্ত অসি-পুঞ্জ ধক্ ধক্ জ্বলে।
দিনকর-কর যেন জাহ্নবীর জলে ॥
ওদিকে যবন উঠে একেবারে রেগে।
ধাইল বিপক্ষ প্রতি ঘোরতর বেগে ॥
যেন দুই প্লাবিত পয়োধি অঙ্গ ঢালে।
মিলিল ভয়াল শব্দে প্রলয়ের কালে ॥

পদ্মিনী স্থানে রাজার বিদায় গ্রহণ

হেথা ভীমসিংহ রায়, কদম্বকুসুম প্রায়,
লোমাঞ্চ-শরীর বীরবর।

প্রবেশিয়ে অন্তঃপুরে, নয়ন-নীরদ ঝুরে,
নীরস হইল বিম্বাধর ॥
উপনীত হন তথা, পদ্মিনী রূপসী যথা,
সখী সহ করেন রোদন।
বিমুক্ত কুন্তল-জাল, অশ্রু-ধারা-মুক্তামাল-
সুশোভিত পূর্ণেন্দু-বদন ॥
নিরখিয়ে নৃপতিরে, উঠে রাণী ধীরে ধীরে,
বসাইয়ে বিচিত্র আসনে।
জিজ্ঞাসেন মৃদু ভাষে, বসিয়ে রাজার পাশে,
"আজ হে উদয় কি কারণে ?
দশ নন্দনের মায়া, কেমনে সহিল কায়া,
ছায়া-প্রায় ছিল হে তোমার।
রণশায়ী পুত্রগণ, আছে মাত্র এক জন,
প্রিয় শিশু অজয় কুমার ॥
আর কেন হে রাজন্, বলি দিবে সেই ধন,
ব্যান মাতা রাক্ষসীর পায় ?
পানীয় পিণ্ডের স্থল, কে আর রহিল বল ?
বাপ্পা-রাও-বংশ লোপ প্রায় ॥
ক্ষমা দেহ নরপতি, সমরে করহ গতি,
আর পাঠায়ো না সে সন্তানে।
তুমি যাও রণ-স্থলে, আমি স্বীয় দলে বলে,
অনলে প্রবেশি ত্যজি প্রাণে ॥"

রাণীর বচনে রায়, চিত্রপুত্তলিকা প্রায়,
মৌনী হয়ে ক্ষণেক থাকিয়া।
কহিছেন মৃদু স্বরে, বিকচ কমলোপরে,
মলয়জ অনিল জিনিয়া॥
"শুন শুন প্রাণপ্রিয়ে, জুড়াল তাপিত হিয়ে,
সুধাসিক্ত তোমার কথায়।
যা কহিলে কৃশোদরি, সেই কথা স্থির করি,
আসিয়াছি লইতে বিদায়॥
এ বিদায় জন্ম-শোধ, প্রণয়-পঙ্কজ-রোধ,
ইহলোকে তোমার আমার।
যদি পূরে মনস্কাম, প্রাপ্ত হয়ে যোগ্য ধাম,
মিলন হইবে পুনর্ব্বার॥
হের অই প্রাণপ্রিয়ে! দিনকরে আবরিয়ে,
প্রকাশিছে যথা জলধর।
সেইরূপ মম সঙ্গ, তোমার ললিত অঙ্গ,
মলিন করিল নিরন্তর॥
প্রথম মিলনকালে, প্রমোদ-প্রসূন-মালে,
বিভূষিত ছিল তব মন।
সে ভাব কোথায় হায়? অশ্রুজলে ভেসে যায়,
কপোল কমল বিমোহন॥
আর না যাতনা ঘোরে, মলিন করিব তোরে,
যাই প্রিয়ে দেহ লো বিদায়।

অই দেখ জলধর, পরিহরি দিনকর,
দিগ্‌দিগন্তরে দ্রুত ধায় ॥”
এত বলি মহাবাহু, শশধরে যথা রাহু,
মহিষীরে লইলেন কোলে।
চারি চক্ষে ঝরে জল, প্রজ্বলিত দুঃখানল,
বাড়ব যেরূপ বারি তোলে ॥
যথা দিবা-অবসানে, বিদায় প্রেয়সীস্থানে,
কাতরেতে চাহে চক্রবাক্‌।
সেইরূপে মতিমান্‌, বিদায় লইয়া যান,
রাজপুরে রোদনের জাঁক ॥
পদ্মিনী অস্থিরা নন, ডাক দিয়া দাসগণ,
আজ্ঞা দেন সাজাইতে চিতা।
ক্ষত্রিয় রমণীগণে, সুমধুর সম্বোধনে,
ডাকিলেন হয়ে প্রফুল্লিতা ॥

অগ্নি-প্রবেশ

দেখ, পথিক সুজন।
যেই স্থানে পদ্মিনীর, কলেবর সুরুচির,
দাহন করিল হুতাশন ॥
গিরি, গুহার ভিতর।
না চলে ভানুর ভাতি, তমোময় দিবা রাতি,
আছে পুরী অতি ভয়ঙ্কর ॥

তাহে, করিছে নিবাস।

মোরী-কুল*প্রসবিনী, ভীম-রূপ ভুজঙ্গিনী,

সহ স্বীয় সঙ্গিনী সংকাশ॥

হেন, সাহসী কে হয়?

অতিক্রম করি দ্বার, প্রবেশে ভিতরে তার,

সদা বহে বায়ু বিষময়†॥

এই, গুহার নিকট।

হলো চিতা-আয়োজন, আবির্ভূত হুতাশন,

কালানলস্বরূপ বিকট॥

পরি, বসন ভূষণ।

হইলেন উপনীত, রাখিতে কুলের হিত,

সহস্র সহস্র রামাগণ॥

আগে, পদ্মিনী আসিয়া।

সকলেরে সম্বোধিয়া, সুসাহস সংবর্দ্ধিয়া,

কহিছেন হাসিয়া হাসিয়া॥

---

* বাপ্পা রাওর মাতুল-কুল নাগ-বংশ্য, নাগ-মাতার শরীরের একার্দ্ধ মনুষ্যাকার এবং অপরার্দ্ধ ভুজঙ্গাকার, এইরূপে বর্ণিত আছে।

† বোধ হয়, গুহা-গুপ্ত-গৃহমধ্যে কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস নামক অঙ্গারাম্ল-প্রধান বাষ্প-বায়ুর আবির্ভাব থাকিবেক, তাহা প্রাণিমাত্রের প্রাণহারক ইহা প্রসিদ্ধই আছে। কর্ণেল টড্ সাহেব এতাবৎ আশঙ্কাক্রমে তন্মধ্যে প্রবেশ করেন নাই।

সহচরীদিগের প্রতি উৎসাহবাক্য

"এসো এসো সহচরীগণ,
এসো সহচরীগণ।
হুতাশন-গ্রাসে করি জীবন অর্পণ॥
ধর সবে মনোহর বেশ,
বাঁধ বিনাইয়ে কেশ।
চলহ অমরাবতী করিব প্রবেশ॥
ওরে সখি আজ রে সুদিন,
ঘটিয়াছে ভাগ্যাধীন।
শুধিব জীবন-দানে পতি-প্রেম-ঋণ॥
আজ অতি সুখের দিবস,
পাব সুখ-মোক্ষ যশ।
বিবাহের দিন নহে এরূপ সরস॥
পরিণয় প্রমোদ-উৎসবে,
ভেবে দেখ দেখি সবে।
পতি যে পদার্থ কিবা কে জানিতে তবে?
সবে তবে ছিলে লো বালিকা,
যথা মুদিতা মালিকা।
অলি যে আনন্দদাতা জানে কি কলিকা?
সকলেতে জেনেছ এখন,
পতি অতি প্রাণধন।
যার জন্যে যুবতীর জীবন যৌবন॥

হেন ধন নিধন অন্তরে,
এই ছার কলেবরে।
রাখিবে এ ছার প্রাণ আর কার তরে ?
বিশেষতঃ যবনের ঠাঁই,
কোনরূপে রক্ষা নাই।
ভাবিলে ভাবীর দশা মনে ভয় পাই ॥
সতীত্ব সকল ধর্ম্মসার,
যার পর নাহি আর।
যুগে যুগে ক্ষত্রিয়ের এই ব্যবহার ॥
অতএব এসো লো সকলে,
গিয়ে প্রবেশি অনলে।
যথা পতি তথা গতি লোকে যেন বলে ॥
স্বর্গগত রাজপুত্র সবে,
প্রাণ ত্যজিয়া আহবে।
বিহরিছে নিত্যধামে আনন্দ-উৎসবে ॥
তোমাদের আসার আশায়,
আছে চাতকের প্রায়।
তোমরা জগতে রবে কার ভরসায় ?
সকলের পরীক্ষা হইবে,
ভাল ঘোষণা রহিবে।
কে কেমন পতিব্রতা লোকেতে কহিবে ॥

এসো যাই অমর-নগরে,
সবে আনন্দ অন্তরে।
বিলম্ব উচিত নহে এসো লো সত্বরে ॥”
এত বলি নৃপতিললনা,
পতিভক্তিপরায়ণা।
দিবাকরে করে স্তব কুরঙ্গনয়না ॥

স্তোত্র।

“জয় সুরপতি ভাস্কর!
সমুদয় সুখ-পুষ্কর!
ধরম-করম-রক্ষক!
সকল-চরিত-লক্ষক!
কলুষ-কলস-ভেদক!
ভব-ভয়-চয়-ছেদক!
সুমতি-সুরতি-চালক!
সুবিনত জন-পালক!
তিমির-তুহিন-মোচন!
জয় জয় বিভুলোচন!
ফুল-ফল-দল-জীবন!
জলধর-তনু-সীবন!
খরতর-কর-বর্ত্তন!
জয়দ জয় বিকর্ত্তন!

উদয়-অচল-শোভন !
কমল-নলদ-লোভন !
নৃপকুল-চয়-আকর !
প্রণত পতিত, যা কর !
মুহি তুহ কুল-কামিনী।
হর মম দুখ-যামিনী॥”
পরে অগ্নি প্রদক্ষিণ করি,
পতি-পদাম্বুজ স্মরি।
প্রবেশে প্রোজ্জ্বল চিতা সাহসে নির্ভরি॥
অস্তাচলে করিলে গমন,
যথা রোহিণী-রমণ।
একে একে প্রভাতে অদৃশ্য তারাগণ॥
সেইরূপ পদ্মিনীর পর,
পুরবাসিনী নিকর।
অনলে প্রবেশ করি ত্যজে কলেবর॥
হলো অতি দৃশ্য ভয়ঙ্কর,
ভাবে শিহরে অন্তর।
প্রচণ্ড দহন-শিখা পরশে অম্বর॥
চট্ পট্ মহাশব্দ হয়,
ধূম-পূর্ণ পুরীময়।
চন্দন গুগ্‌গুলু-গন্ধে সমীরণ বয়॥

রণ-স্থলে ভীমসিংহ রায়,
অগ্নি দেখিবারে পায়।
জানিল পদ্মিনী সতী ত্যজিলেন কায়॥
যেন নিষাদের খর শরে,
জর জর কলেবরে।
মৃত্যুকালে কুরঙ্গ গরজে ঘোর স্বরে॥
তাহে যদি করে দরশন,
কুরঙ্গিণীর নিধন।
বিষম বিক্রম মৃগ প্রকাশে তখন॥
সেইরূপ মহারাণা ভীম,
হৃদে সন্তাপ অসীম।
চরম সময়ে যুদ্ধ করে অতি ভীম॥
কত শত শত শত্রু পড়ে,
যেন প্রলয়ের ঝড়ে।
পতিত অসংখ্য তরু স্খলিত শিকড়ে॥
অবশেষ শক্তিশূন্য কায়,
সিন্ধুছাড়া তিমি প্রায়।
পড়িল বীরের চূড়া ভীমসিংহ রায়॥

চিতোরাধিকার

মুসল্মান, বেগবান, হয় যান, চাপে।
অনুক্ষণ, নিয়োজন, প্রহরণ, চাপে॥
কি উজ্জ্বল, ঝলমল, মুক্তাফল, তাজে।
কত ঝল্ল*, বীর মল্ল, হাতে ভল্ল, ভাঁজে॥
ফলকের, ঝলকের, আলোকের, ছাঁদ।
যেন জ্বলে, সিন্ধুজলে, তারাদলে, চাঁদ॥
কটাকট্, চট্‌চট্, পট্‌পট্, শব্দ।
মার মার, শোর সার, চারি ধার, স্তব্ধ॥
কাটিয়ারণ†, আসোয়ার, তরয়ার, হস্তে।
টানিতেছে, হানিতেছে, আনিতেছে, দস্তে॥
কেবাড়ের, ধারে ফের, দেওড়ের, ঝাঁক।
হুড়্হুড়্, হুড়্মুড়্, গুড়্গুড়্, ডাক॥
এক দিকে, মঞ্জনিকেঞ্‡, মারে ঝিঁকে, ধেয়ে।
হুড়্দাড়্, হুড়্মাড়্, পড়ে চাড়্, পেয়ে॥

---

* ইহারা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়, রাজপুতনায় অদ্যাপি ঝালা নামে প্রসিদ্ধ। আলাউদ্দীন চিতোরাধিকার সময়ে সর্ব্বাগ্রে সেই ঝল-বংশীয় ঝালোয়-প্রদেশীয় রাজা মল্লদেবকে হস্তগত করিয়া চিতোরের শাসন-কর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করিয়া যায়।

† রাজপুতনার অন্তঃপাতী প্রদেশবিশেষ। তৎপ্রদেশীয় প্রসিদ্ধ ঘোটকগণ তন্নামেই খ্যাত হয়।

‡ দুর্গের, প্রাচীর বা দ্বারাদি ভঞ্জনকরণার্থ ঢেঁকি কলের সদৃশ যন্ত্রবিশেষ, ইহাকে ইংরাজীতে 'ব্যাটেরিং র‍্যাম' কহে।

চউ চির, দেহড়ীর, খিড়কীর, পাল্লা।
যত বলী, কুতূহলী, মুখে বলি, আল্লা॥
ঢোকে গড়, যেন ঝড়, দড় বড়, কোরে।
আঁখি লাল, যেন ঢাল, কি কুলাল, ঘোরে॥
সমুদয়, দেবালয়, করে লয়, রাগে।
ছাড়ে দেহ, ছাড়ি গেহ, নাহি কেহ, ভাগে॥

নিহত নিকর শূর, পড়িল চিতোর পুর,
হিন্দু-সূর্য্য অস্তগিরি গত।
দাসত্ব দুর্জ্জয় ক্লেশ, রাজ-স্থানে* সমাবেশ,
তাপ তমস্বিনী পরিণত॥
যখন যবন আসি, সমরতরঙ্গে ভাসি,
পৃথুরাজে পরাভূত করে।
হিন্দুর প্রতাপ-লেশ, যাহা কিছু অবশেষ,
ছিল মাত্র চিতোর নগরে॥
যথা ঘোর অমানিশা, তমঃপূর্ণ দশ দিশা,
আকাশে জলদ আড়ম্বর।
মেঘহীন একদেশে, বিমল উজ্জ্বল বেশে,
দীপ্তি দেয় তারক সুন্দর॥
অথবা তরঙ্গ রঙ্গ, জলধির অঙ্গ সঙ্গ,
স্রোতে হয় তৃণ তিন খান।

* রাজপুতনা দেশের নামান্তর।

তমোময় সমুদয়, কিছু নাহি দৃষ্ট হয়,
পরিক্লান্ত পোতপতি-প্রাণ ॥
বিপদ-বারণ হেতু, শৈলোপরি যেন কেতু,
প্রদীপ্ত আলোক শোভা পায়।
সেরূপ ভারতদেশে, স্বাধীনতা-সুখ শেষে,
ছিল মাত্র রাজপুতনায় ॥
কি হইল হায় হায়! সে নক্ষত্র লুপ্তকায়,
নিভিল সে আলোক উজ্জ্বল।
যবনের অহঙ্কার, চূর্ণ হয়ে কত বার,
এই বার হইল সফল* ॥
চিতোরের অনুগত, সামন্ত ভূপতি যত,
একে একে স্বাধীনতা-চ্যুত।
সোলাঙ্কি প্রমরা হার, পুরীহর আদি আর,
শুদ্ধ বংশ কত রাজপুত ॥
কোথায় অবন্তী আর? কোথা দেব-গিরি ধার?
কোথায় মন্দোর হারাবতী?
আলাউদ্দীনের দণ্ড, করে সব লণ্ডভণ্ড,
কি বর্ণিব যে হলো দুর্গতি ॥
ভাঙ্গিয়া পাড়িল যত, দেবালয় শত শত,
শিল্পচাতুরীর একশেষ।

* ইতঃপূর্ব্বে মুসলমানেরা চিতোর অধিকারকরণার্থ বার বার উদ্‌যোগ পাইয়াও অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারে নাই।

লুটে নিল সব ধন, চিতোরের সিংহাসন,
ছত্র দণ্ড অস্ত্র রাজবেশ ॥
পোড়াইয়ে ছারখার, করিলেক ঘর-দ্বার,
বাদশার আদেশে কেবল ।
পদ্মিনীর মনোহর, অট্টালিকা পরিকর,
নষ্ট না করিল দুষ্টদল ॥
হের হে পথিক জন ! অদ্যাপি সে সুশোভন,
অট্টালিকা আছে বর্ত্তমান ।
সরসীর গর্ভ থেকে, নীরদে* মস্তক ঢেকে,
উঠিয়াছে পর্ব্বতপ্রমাণ ॥

---

* রাজপুতনা প্রদেশে রাজাট্টালিকার নাম "বাদলমহল," যেহেতু ঐ সকল প্রাসাদ পর্ব্বতশেখরোপরি নির্ম্মিত। বিশেষতঃ মেওয়ার অর্থাৎ মেরুদেশের পূর্ব্বরাজধানী চিতোর এবং আধুনিক রাজধানী উদয়পুরের রাজবাটী অত্যুচ্চ গিরিচূড়ায় স্থাপিত। উদয়পুরের ভূপনিলয় দুই সহস্র পাদ উচ্চ শৈলোপরি প্রস্তুত, সুতরাং এই সকল নৃপনিকেতনকে "বাদল মহল" অর্থাৎ মেঘ-মন্দির পদে বাচ্য করা অযথা নহে। সেই সকল মন্দিরচূড়ায় সর্ব্বদাই মেঘাবির্ভাব হয়। ভারতবর্ষে এইরূপ শৈলশিরে রাজগৃহ নির্ম্মাণ-করণের রীতি অতি পুরাতনী, মহাত্মা মনু উক্ত প্রকার নিয়মে পুরীনির্ম্মাণার্থ রাজাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন, এবং শকুন্তলা প্রভৃতি নাটকে এইরূপ মেঘমন্দিরের নির্দ্দেশ আছে। প্রত্যুত, নির্ব্বিঘ্নতা এবং সুস্থতা কল্পে এবম্প্রকার স্থানে বাস করা যে অতি হিতকর, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই, এতদ্দেশে ইউরোপীয়েরা অসুস্থ হইলেই দার্জিলিং বা সিমলা অথবা নীলগিরিতে প্রবাস করিতে যান। পদ্মিনীর প্রাসাদের প্রতিরূপ টড্ সাহেবের গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে,

কি হইল হায় হায়! কোথা সব মহাকায়,
তেজঃপূত রাজপুতগণ ?
প্রভাতে উঠিয়ে তারা, যুঝিয়ে দিবস সারা,
প্রদোষেতে মুদিল নয়ন ॥
কে ভাঙ্গিবে সেই ঘুম ? ঘোর কালানল-ধূম,
ঘেরিয়াছে পলকের দ্বার।
মুদিয়াছে হৃদপদ্ম, বীরত্ব মধুর সদ্ম,
নাহি তাহে শ্বাসের সঞ্চার ॥
ধরাতলে লোটাইয়ে, নাসারন্ধ্র প্রসারিয়ে,
তুরঙ্গ পতিত শত শত।
বিস্ফারিত তবু তায়, শ্বাস নাহি আসে যায়,
চিবুকেতে রসনা নির্গত ॥
ধুনিত কার্পাসপ্রায়, ফেনলালে শোভা পায়,
নবীন শ্যামল দূর্ব্বাদল।
মরকত বিজটায়, কিবা শোভে প্রতিভায়,
গুচ্ছ গুচ্ছ ক্ষুদ্র মুক্তাফল ॥
অদূরে আরোহী তার, প্রদোষের পদ্মাকার,
আধ বিমুদিত নেত্রে পড়ি।
যে তনু কাঞ্চন সম, ছিল প্রিয়া-প্রিয়তম,
ধূলায় যেতেছে গড়াগড়ি ॥

আমাদিগের নিতান্ত মানস ছিল, তাহা এই গ্রন্থে প্রদান করি, কিন্তু উপযুক্ত শিল্পীর অভাবে সেই মানস পূর্ণ করিতে পারিলাম না।

যে অধর-সুধাকর, যে নয়ন ইন্দীবর,
ছিল প্রেয়সীর প্রিয়ধন।
সেই অধরেতে আসি, বায়সী সুখেতে ভাসি,
চক্ষে চঞ্চু করিছে ঘাতন॥
হত হিন্দু-নৃপমণি, উঠে জয় জয় ধ্বনি,
যবনের শিবির-ভিতর।
আনন্দজলধি পর, ভাসিলেক দিল্লীশ্বর,
ব্যস্ত হয়ে প্রবেশে নগর॥
এই ভাবে গদগদ, "ধরি পদ্মিনীর পদ,
পরিহার লইব মাগিয়া।
যাতনা হইল দূর, লয়ে যাব দিল্লীপুর,
কত দুঃখ তাহার লাগিয়া॥
রূপসী পঙ্কজহ্রদ, এ পদ্মিনী কোকনদ,
প্রধানা মহিষীপদ লবে।
সর্ব্বোপরি যার স্থান, কমলা দেবীর* মান,
এইবার লঘু কল্প হবে॥"

* ইনি গুজরাট-অধিপতির মহিষী ছিলেন। আলা উদ্দীন নেহারওয়ালা অধিকারপূর্ব্বক উক্ত ভূপতির অন্যান্য সম্পত্তির মধ্যে কুলকামিনীগণকে হরণ করিয়া লইয়া আইসে। কমলা দেবী অসামান্য রূপ-লাবণ্যবতী ছিলেন, তজ্জন্য আলা তাঁহাকে প্রধানা মহিষী করে এবং তদবধি হিন্দু নৃপ-ললনাগণ হরণে লোলুপ হয়।

এইরূপ করি কল্প, প্রবেশি প্রধান তল্প,
পদ্মিনীর অন্বেষণ করে।
মহলে মহলে ধায়, কিছু না দেখিতে পায়,
গৃহসজ্জা আছে থরে থরে॥
কহিল আমীরগণে, "জান দেখি সযতনে,
কে আছে ভীমের বংশে আর।
হইয়াছে যা হবার, অন্বেষণ কর তার,
সমুচিত শেষ প্রতীকার॥
করি তাহে লাল-বন্দী, পাতিয়ে প্রণয়-সন্ধি,
দিল্লীপুরে করিব প্রয়াণ।"
শাহের আদেশ পেয়ে, দূতচয় যায় ধেয়ে,
বিজয়ের করিতে সন্ধান॥
খুঁজিল সকল স্থল, গিরি গুহা শিলাতল,
ঝুড়ি ঝোপ বন উপবন।
না পাইল তত্ত্ব তার, শূন্যময় নৃপাগার;
ফিরে গেল সম্রাট্-সদন॥
ওখানে বিজয় শূর, ত্যজিয়ে চিতোরপুর,
পিতৃ-শব সংগ্রহ করিয়া।
পুষ্করে সৎকার করি, হৈল বীর দেশান্তরী,
ভীলবারা প্রদেশে যাইয়া॥
রাহুগ্রস্ত শশিপ্রায়, ম্লান মনে ফেরে রায়;
সঙ্গে লয়ে যত পরিবার।

কি বর্ণিব সে সকল, বাহুল্য বর্ণনিফল,
সিন্ধুসম সীমা নাহি তার ॥
যত সব রাজপুত্র, বীরত্ব ধীরত্ব সূত্র,
নৃপবংশ সমাজে প্রধান।
বলবীর্য্য নাহি তুল, যার ভয়ে অরিকুল,
চিরদিন ছিল কম্পমান ॥
পরম পৌরুষ বল, সাহস সুখের স্থল,
স্বাধীনতা আনন্দ আকর।
অগণিত অসম্ভব, গুণরত্নরাজী সব,
বিভূষিত যত বীরবর ॥
তাঁহাদের কীর্ত্তি-ভানু, দিন দিন পরমাণু,
প্রায় হয় কালের দশনে।
বিনাশে নিস্তার পায়, আছে মাত্র সদুপায়,
কবিতার অমৃত সিঞ্চনে ॥
করাল কালের কাণ্ড, যেন সদা ক্রীড়া-ভাণ্ড,
এ ব্রহ্মাণ্ড আয়ত্ত তাহার।
কি মহৎ কিবা ক্ষুদ্র, কি ব্রাহ্মণ কিবা শূদ্র,
তার কাছে সব একাকার ॥
সিংহাসন-অধিষ্ঠাতা, শিরোপরে হেম-ছাতা,
ধাতা প্রায় প্রতাপ যাঁহার।
তাঁহার যেরূপ গতি, অন্নদাস ক্ষুদ্রমতি,
মরণেতে তারো সে প্রকার ॥

যে পথে মান্ধাতা গত, কোটি কোটি কত শত,
সেই পথে যায় দীনগণ।
মান্ধাতা, মনুর জন্য, নাহি আর পথ অন্য,
এক পথ আছে চিরন্তন॥
থাকে যদি কীর্ত্তি-লেশ, নাম মাত্র থাকে শেষ,
সেহ শুদ্ধ কবির কল্যাণে।
কে জানিত যুধিষ্ঠিরে, ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ বীরে,
যদি ব্যাস না বর্ণিত গানে॥
কোথায় মাহিষমতী, কোথা বা সে দ্বারাবতী,
কোথায় হস্তিনা শৌরসেনী?
কোথায় কৌশাম্বী আর? কিবা চিহ্ন আছে তার?
বহে যথা তটিনীর শ্রেণী॥*
যেই পথে তারা গত, সেই পথে অবনত,
ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রম।
পাতার কুটীর বলি, কভু কাল মহাবলী,
করে নাই স্বতন্ত্র নিয়ম॥
মধু মাসে মনোহর, সৌরভেতে ভর ভর,
প্রফুল্ল ফুলের কত শোভা।
কিন্তু দেখ নিরখিয়ে, ক্ষণে যায় শুকাইয়ে,
ক্ষোভিত ক্ষুধিত মধুলোভা॥

* সম্প্রতি ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন, কৌশাম্বী পুরী প্রয়াগের নিকট কয়া নামক স্থানে স্থাপিত ছিল।

কালের নাহিক বোধ, নাহি মানে উপরোধ,
বড় সুখে, বড় রূপে, বাদী।
সুখ-পুষ্প যথা ফুটে, অতি বেগে তথা ছুটে,
কটমট বিকট-নিনাদী॥
কিবা চারু রূপধর, কিবা বহু ধনেশ্বর,
কিবা যুবা নানা গুণধর।
কালের সুভোগ্য সব, হয় তার মহোৎসব,
পেলে হেন খাদ্য পবিকর॥
শোক তাপে জরা সেই, তাহার বিপক্ষ নেই,
কাল তারে চিবায় সঘনে।
এমন নিদয় আর, ত্রিজগতে মেলা ভাব,
শিহরিত শরীর, স্মবণে॥
হাঁ রে নিষাদ কাল! এ কি তোর কর্ম্মজাল,
শোভা না রাখিবি ভববনে?
যথা কিছু দেখ ভাল, না ঠাহর ক্ষণকাল,
জালে বদ্ধ কর সেই ক্ষণে॥
ওরে ও কৃষক কাল! কি কর্ষিছে তব হাল?
জঞ্জাল জঙ্গল বৃদ্ধি পায়।
উত্তম বাছের বাছ, ফলপ্রদ যত গাছ,
অনায়াসে উপাড়িয়ে যায়॥
সুকৃষক যেই হয়, পরিপক্ক শস্যচয়,
সে করে ছেদন সুসময়।

তুই কাল নিদারুণ, নাস্তি জ্ঞান গুণাগুণ,
কাটিছ তরুণ শস্যচয় ॥
ধিক্ কাল কালামুখ। ভারতের কোন সুখ,
না রাখিলি ভুবন-ভিতর।
কোথা সব ধনুর্দ্ধর, কোথা সব বীরবর?
সব খেয়ে ভরিলি উদর ॥
কি আছে এখন আর? দাসত্ব-শৃঙ্খল সার,
প্রতি পদে বাঁধা পদে পদে।
দুর্ব্বল শরীর মন, ম্রিয়মাণ হিন্দুগণ,
তত্ত্বহীন মত্ত দ্বেষ মদে ॥
ফলত সকলি ভ্রম, ঘোরতর মোহতমঃ,
সদাচ্ছন্ন মানব-নয়নে।
সুখ-সূর্য্য সুবিমল, বিষাদ-বারিদদল,
পরিবর্ত্ত হয় ক্ষণে ক্ষণে ॥
যশোরূপ ইন্দ্রধনু, অসার তাহার জনু,
তনু তনু হয় প্রতি পলে।
কিবা প্রেম কিবা আশা, সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য বাসা,
অচিরাৎ ভস্ম কালানলে ॥
সুখ দুঃখ বলাবল, প্রভুত্ব দাসত্ব বল,
কালচক্রে ঘুরিতেছে সদা।
কভু উর্দ্ধে কভু নীচে, কভু আগে কভু পিছে,
এই ভাব দেখ যদা তদা ॥

ভারতের ভাগ্য জোর, দুঃখ-বিভাবরী ভোব,
ঘুম-ঘোর থাকিবে কি আর ?
ইংরাজের কৃপাবলে, মানস-উদয়াচলে,
জ্ঞানভানু প্রভায় প্রচার ॥
শান্তির সরসী-মাঝে, সুখ-সরোরুহ রাজে,
মনোভৃঙ্গ মজুক হরিষে।
হে বিভো করুণাময় ! বিদ্রোহ বারিদচয়,
আর যেন বিষ না বরিষে ॥
শুন হে পথিকবর ! সাঙ্গ হলো অতঃপব,
মনোহর পদ্মিনী-আখ্যান।
যদি আর থাকে ক্ষুধা, যোগাইব কাব্য-সুধা,
এইরূপ হৃদে ধরি ধ্যান ॥

সমাপ্ত